প্রশিক্ষণ সহায়িকা

নতুন অভিমুখ

বিষয় : ইতিহাস

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ
ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

প্রশিক্ষণ সহায়িকা
নতুন অভিমুখ

বিষয় : ইতিহাস
ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্

সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ
ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

নিবেদন

২০০৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পুরানো পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করেছে এবং আগামী ২০০৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (গণিত বাদে) এই পাঠ্যক্রমকে ভিত্তি করেই রচিত হবে। পাঠ্যক্রম পরিবর্তন বলতে শুধু পুরাতন কিছু রচনার বদলে নতুন কয়েকটি রচনার অন্তর্ভুক্তিকে বোঝায় না। এর সঙ্গে আরও অনেক বিষয় সম্পৃক্ত আছে।

প্রথমত, বিষয়বস্তু। অনেকদিনের পুরানো পাঠ্যক্রমের কোনো কোনো বিষয় এখন প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। অন্যদিকে নতুন নতুন আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, শিখন-শেখানোর পদ্ধতি। সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বহুমুখী সামাজিক বিন্যাস ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিবিড় অংশগ্রহণমূলক শিখন-পদ্ধতির অনুসরণ একান্ত আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। শিখন-শেখানোর এই ব্যতিহারী (reciprocal) পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারাই প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব দিতে পারেন। এই কাজের জন্য তাঁদের ব্যাপক আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে এই বিষয়টি সমান জরুরি। সেই চাহিদা পূরণের জন্য মাধ্যমিকের সমস্ত আবশ্যিক বিষয়গুলির নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যব্যাপী নিবিড় অভিমুখীকরণের কাজ চলেছে। প্রথম পর্যায়ে বাংলা, ইংরাজি ও গণিত নির্দেশিকা 'হাতবই' প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে নির্দেশিকা প্রকাশিত হল।

আশা করি, আমাদের এই উদ্যোগ পরিস্থিতির চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায়ই এটি সম্ভব হবে বলে পর্ষদ্ আশা রাখে।

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্

ইতিহাস

সূচিপত্র

ইতিহাস

মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য

১। মানব সভ্যতার অতীত ঘটনাবলির সামগ্রিক ধারণা লাভ।

২। অতীত ঘটনাবলির কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিচার বিবেচনার সাধারণ দক্ষতা অর্জন।

৩। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যসমূহের বৈচিত্র্য, জাতিস্বত্তা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানলাভ।

৪। সভ্যতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সৃষ্টি ও সংঘাত সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৫। পৃথিবীর নানাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন এবং তার উত্থান পতন রূপান্তর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ।

৬। মানব সমাজে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ এবং শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ।

৭। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রভাব — চিন্তাবিদ্‌দের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৮। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সত্য জানার আগ্রহ সৃষ্টি।

৯। মানব সভ্যতার ইতিহাস দেশকালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয় — এই বিশ্বজনীনতাবোধ জাগানো।

ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নতুন অভিমুখীকরণের প্রয়োজন কেন?

১৯৮৯ সালে মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণিশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর বিন্যাস ঘটানো হয়েছিল এবং শ্রেণি শিখন পদ্ধতির ও কাম্য পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রতি জেলায় বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত মধ্য শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে অভিমুখীকরণের কর্মসূচী রূপায়িত হয়।

তারপর দীর্ঘ ষোল বছর অতিক্রান্ত। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে আর্থ-সামাজিক কারণে সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান যে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হবে তা হল বহু ছাত্র-ছাত্রী সমন্বিত বৃহদায়তন শ্রেণিকক্ষ। তার উপযোগী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির প্রকরণ বিষয়ে নিবিড় অভিমুখীকরণ একান্ত জরুরি।

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তার প্রভাব শুধু উৎপাদনব্যবস্থা এবং সমাজজীবনেই নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও এসে পড়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরেও নানাভাবে জ্ঞান অর্জন করেছে। শ্রেণিকক্ষে একদল শিক্ষার্থী যেমন নতুন নতুন তথ্যের ধারণা নিয়ে আসছে, অপরপক্ষে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীরাও আসছে। বহু ছাত্রছাত্রী সমন্বিত বৃহদায়তন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অসম বিন্যাসের মধ্যে শিক্ষক ইতিহাস বিষয়ের শিখন সামর্থগুলিকে কিভাবে আয়ত্ত করতে সাহায্য করবেন — তার জন্য এই নবপর্যায়ের অভিমুখীকরণ বা নতুন অভিমুখীকরণ।

বিশ্বায়নের প্রভাবে পৃথিবী আজ শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে। স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস পাঠদানের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে পঠন-পাঠন পদ্ধতি, মূল্যায়ন এবং শিখন-সামর্থ্যগুলির কাম্য মান অর্জনের জন্য নতুন নতুন কৃৎকৌশলের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। (উদাহরণস্বরূপ - পাঠ্যপুস্তকে মিশরের ইতিহাস পড়ার সময়ে বিষয়বস্তু অনেক বেশি সহজবোধ্য হবে ও কৌতুহল জাগাবে যদি মিশরের সভ্যতার একটি সি. ডি. কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখানো যায়। একইভাবে বলা যায়, স্থানীয় সংগ্রহশালা, প্রাচীন সৌধ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দেখালে লিপি, মুদ্রা, দলিলপত্র ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাদের ধারণা স্পষ্ট হবে। ইতিহাস পাঠে আগ্রহ ও ভালবাসাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যথাযথ মানে পৌঁছতে পেরেছে কি-না তা নির্ধারণ করার জন্য মূল্যায়নের পদ্ধতির উপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন (কি মৌখিক, কি লিখিত) প্রস্তুত করার সময় দ্ব্যর্থবোধক ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে অযথা শিক্ষার্থীদের সংশয় ও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা ঠিক হবে না। প্রশ্ন হবে সংক্ষিপ্ত, সরল ও স্পষ্ট। একই প্রশ্নের দু'রকম উত্তর দেওয়া গেলে, সেই প্রশ্নের গঠন নির্ভুল হতে পারে না। মূল্যায়ন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সতর্ক ও সজাগ থাকা জরুরি। নিজের মতো করে নির্ভুলভাবে যাতে বলতে ও লিখতে পারার দক্ষতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে সেইভাবেই পাঠ্যবিষয়ের উপস্থাপনা ও মূল্যায়নের কথাটি ভাবতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক বাক্য বা শব্দের মধ্যে (প্রয়োজন মতো) উত্তর লেখানোর অভ্যাস ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শুরু করা বাঞ্ছনীয়। এখানে কয়েকটি মডেল প্রশ্ন ও উত্তরের নমুনা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ইতিহাস সহ অন্যান্য বিষয়ের মডেল প্রশ্নের বই পর্ষদ প্রকাশ করেছে। প্রশ্নগত রচনার দিক নির্দেশ ওখানে করা হয়েছে। পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের গুরুত্বের কথা নানাভাবে বলার চেষ্টা হয়েছে। প্রশ্ন ও উত্তরদান প্রক্রিয়ার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা দুইভাগে ভাগ হয়ে, এক পক্ষ প্রশ্ন করবে ও একপক্ষ উত্তর দেবে — এই ব্যবস্থা করা যায়। শিক্ষক/শিক্ষিকা ইতিমধ্যে কিভাবে প্রশ্ন করা উচিত ও কিভাবে উত্তর দেওয়া উচিত — তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।

ষষ্ঠ শ্রেণি

প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায় ঃ আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ?

প্রাচীন মানবসভ্যতার কথা কিভাবে জানা যায় ?

জীবজগতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানসম্মত ধারণালাভ, সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের দলবদ্ধ শ্রমের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ বোধ এবং অতীতের মানবসভ্যতার নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে বোধ অর্জনের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন।

উপকরণ ঃ শিক্ষার্থীদের স্থানীয় কোনো (১) সংগ্রহশালা, (২) প্রাচীন সৌধের ধ্বংসাবশেষ দেখানো, (৩) পারিবারিক কুলপঞ্জী, (৪) পুরানো হিসাবের খাতা সংগ্রহ করতে বলা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আদিম যুগের মানব

উদ্দেশ্য ঃ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে আদিম মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি বিজ্ঞানসম্মত বোধ জাগিয়ে তোলা। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নরাকৃতি বিভিন্ন প্রাণী এবং আদিম মানবের পার্থক্যটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে স্পষ্ট ধারণালাভে শিক্ষক সাহায্য করবেন।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

উদ্দেশ্য ঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানলাভে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

উপকরণ ঃ এই যুগের হাতিয়ার সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য শিক্ষক চার্ট, মডেল ইত্যাদির সাহায্য নেবেন।

নব্য প্রস্তর যুগ

উদ্দেশ্য ঃ নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক, শ্রমবিভাগ, ফসল উৎপাদন, স্থায়ী বাসগৃহনির্মাণ, বন্য পশুকে বশ মানানো, চাকা তৈরি, গোত্র, কৌম ও পঞ্চায়েতভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা অর্জনে সাহায্য করা, উন্নত জীবনযাত্রা সর্বত্র একইভাবে দেখা দেয়নি। কোথাও কোথাও প্রাচীন প্রস্তর যুগের বা গুহা মানবের জীবনধারা অব্যাহত ছিল।

উপকরণ ঃ নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও চাকার মডেল নমুনা হিসেবে শিক্ষার্থীকে দেখানো যেতে পারে বা শিক্ষার্থীরাই তা তৈরি করে আনতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

উদ্দেশ্য ঃ প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা অপেক্ষা তাম্র-ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা যে আরও উন্নতধরনের এই তুলনামূলক ধারণাটি শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। এই সভ্যতায় প্রথম উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে কিভাবে সমাজে শ্রেণিবিভাগ এল, সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন, শ্রমবিভাগ কিভাবে শ্রেণিবিরোধ ও তা থেকে ক্ষমতার লড়াইয়ে পরিণত হল ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ এই যুগেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল এবং সবগুলিই ছিল নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ নদীমাতৃক সভ্যতা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধ্যায়ে নদীমাতৃক যে সভ্যতাগুলির (মেসোপটিমিয়া, মিশর, ব্যাবিলনীয়, সিন্ধু ও চীন সভ্যতা) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা।

নদীমাতৃক সভ্যতাগুলির সাদৃশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণা তৈরি করা। সভ্যতাগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল একথা বোঝাতে হবে।

উপকরণ ঃ পৃথিবীর মানচিত্রে এই সভ্যতাগুলির অবস্থান চিহ্নিতকরণ। মিশরের (ইজিপ্ট) সি.ডি. (বাজারে সহজলভ্য) শ্রেণিকক্ষে কম্প্যুটারের সাহায্যে প্রদর্শিত হলে অতীত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ লৌহযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

উদ্দেশ্য ঃ লৌহ যুগের উন্নত হাতিয়ার ও উন্নত জীবনযাত্রা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে। আবার একথাও মনে করিয়ে দিতে হবে যে সব মানুষই এই উন্নত সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হল না ; অর্থাৎ সভ্যতার পশ্চাৎপদতা থেকেই যাচ্ছে। এক সময়ে যে শ্রমের ফলে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, সমাজের সম্পদশালী (লৌহের হাতিয়ারের যারা মালিক) শ্রেণি, আরও বেশি সম্পদ সৃষ্টির জন্য সেই শ্রমকে শোষণ করেছে। ফলে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য বৃদ্ধি পেল। গোষ্ঠীপ্রধান শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়ে প্রাচীন রাজতন্ত্র ও শক্তিশালী রাজাদের উদ্ভব ঘটল এবং যুদ্ধের সূচনা হল।

উপকরণ ঃ সম্ভব হলে বেনহার, স্পার্টাকাস, টেন কম্যান্ডমেন্টসের সি.ডি. প্রদর্শিত হতে পারে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'ক' — মিশর সাম্রাজ্য

উদ্দেশ্য ঃ মিশরে সাম্রাজ্যবিস্তারে মুখ্য তিন ফ্যারাওদের ভূমিকা, সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব এবং ক্ষমতার লড়াইয়ে পুরোহিতদের জয়লাভ — এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি সামগ্রিক ধারণা দিতে হবে।

উপকরণ ঃ আফ্রিকার মানচিত্রে ফ্যারাওদের সাম্রাজ্যবিস্তারের স্থানগুলি চিহ্নিতকরণ।

'খ' — ইরান

উদ্দেশ্য ঃ রাজা দরায়ুস ও জারেকসেসের আমলে ইরানে শক্তি ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ধারণালাভে সাহায্য করা।

জরাথুস্ট্রের ধর্মমত এই দেশের মানুষকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে সেই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা।

উপকরণ ঃ এশিয়া মহাদেশের মানচিত্রে ইরানের অবস্থান শিক্ষার্থীদের দেখাতে হবে।

'গ' — ইহুদি জাতি

উদ্দেশ্য ঃ যোগ্য নেতৃত্ব ও স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা যে মানুষকে অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে পারে — ইহুদিজাতির ইতিহাস পড়ার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে এই বিষয়ে একটি ধারণালাভে সাহায্য করবেন।

উপকরণ ঃ এশিয়ার মানচিত্রে প্যালেস্টাইনের অবস্থান দেখাতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ্রিস

উদ্দেশ্য ঃ গ্রিসের নগরভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ক্রীটের ঈজিয়ান সভ্যতা, প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাসে পৌরানিক কাহিনীর প্রভাব, গ্রিসের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা, ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে গ্রিসের আত্মপ্রকাশ, এথেন্স ও স্পার্টার সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য, এথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ, পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের সমৃদ্ধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি স্বচ্ছ ধারণালাভে শিক্ষক সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীদের একথাও জানাতে হবে যে, ক্রিতদাস ব্যবস্থা ছিল সভ্যতার বনিয়াদ ; — কিন্তু তারা সমাজের অধিকারহীন শ্রেণিভুক্ত ছিল এবং রাজা ও অভিজাতদের দ্বারা অত্যাচারিত হত।

উপকরণ ঃ ইওরোপের মানচিত্রে গ্রিসের অবস্থান দেখাতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রোম

উদ্দেশ্য ঃ রোমে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরাচারি শাসনের বিরোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা দিতে হবে। রোমের ক্রিতদাস ব্যবস্থা ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ, রোমে রাজতন্ত্রের যুগে শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ, খ্রিষ্ট ধর্মের উত্থান এবং রোম সভ্যতার অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।

উপকরণ ঃ ইওরোপের মানচিত্রে ইতালি, ভূমধ্যসাগর ও রোমের অবস্থান দেখাতে হবে। কলোসিয়ামের একটি নক্‌শা তৈরি করে দেখানো যেতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ চিন

উদ্দেশ্য ঃ সাঙ ও চৌ বংশের রাজত্বকাল চিনের ইতিহাসে যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণা সৃষ্টি করা। কনফুসিয়াসের বাণী চিন সাহিত্যের যে এক অমূল্য সম্পদ সে বিষয়ে তাদের অবহিত করতে হবে।

উপকরণ ঃ এশিয়া মহাদেশের মানচিত্রে চিনের অবস্থান দেখাতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীন ভারত

উদ্দেশ্য ঃ (১) ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব, বৈদিক সভ্যতায় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক জীবনধারায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব — প্রতিবাদী সংস্কারমূলক আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণা সৃষ্টি করা।

(২) ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী সমস্ত পৃথিবীতে যেভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে — এই ঐতিহাসিক সত্যটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

(৩) মৌর্য, গুপ্ত ও কুষাণ রাজাদের অধীনে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

(৪) প্রাচীন সভ্যতায় ভারতের অবদানের বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা সৃষ্টি করা।

(৫) প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যে, লেখাপড়া, ধর্ম ও রাজত্বের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রিস, রোম, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, আরব প্রভৃতি দেশের সভ্যতার যোগাযোগের ফলে ভারতে যে এক মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণালাভে সাহায্য করা।

উপকরণ ঃ এশিয়ার মানচিত্রে প্রদর্শিত হবে ঃ

(১) ভারতবর্ষে আর্যদের এবং আর্যোত্তর বিভিন্ন বিদেশিজাতি গোষ্ঠির অনুপ্রবেশ ও বিস্তার।

(২) গৌতম বুদ্বের চিত্র - এবং তাঁর বাণী চার্টে দেখানো যেতে পারে।

[পর্ষদ প্রণীত পুস্তকে অনুশীলনী দ্রষ্টব্য]

সপ্তম শ্রেণি

মধ্যযুগ

ভূমিকা

ইতিহাসে 'যুগ' এর ধারণা

ইতিহাস ঘটনাপ্রবাহ। ঘটনা প্রবাহ অতীত থেকে নিরন্তর নদীর স্রোতের মতোই বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথে বয়ে চলে। এই ঘটনা স্রোতের অংশকে 'যুগ' আখ্যা দেওয়া যায় না।

তবে, সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সমূহের মৌলিক পরিবর্তন কোন পর্বে ঘটলে আমরা সাধারণভাবে যুগ পরিবর্তন বলি।

প্রাচীন যুগ — (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)	দাসব্যবস্থা সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলে। **ক্রীতদাসই** সমাজের সম্পদ।
মধ্যযুগ — (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ - ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)	দাস বিদ্রোহ, দাসদের মুক্তি অর্জন, দাস মালিকদের দাস ব্যবসা অলাভজনক হয়ে পড়ায় দাসব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে **জমি** সমাজের সম্পদ।
আধুনিক যুগ — (১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)	সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার যুগে ইউরোপে রেনেসাঁস বা যুক্তিবাদের বিকাশ, ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার আধুনিক যুগের সূচনা ঘটায়। আধুনিক যুগে **পুঁজি** সমাজের প্রধান সম্পদ রূপে গণ্য হয়।

সপ্তম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় ঃ মধ্যযুগ কাকে বলে

উদ্দেশ্য ঃ মধ্যযুগ সম্পর্কে ধারণা এবং ইউরোপে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য এবং পার্থক্যের ধারণা সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের মনে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপে মধ্যযুগ

উদ্দেশ্য ঃ (১) পশ্চিম ইউরোপে জার্মানদের বিভিন্ন শাখার অনুপ্রবেশ, রোমান ও জার্মান সভ্যতার মিশ্রণে ইউরোপে নতুন সভ্যতার ধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

(২) ইউরোপে মধ্যযুগ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা (অন্ধকার যুগ) তা ব্যাখ্যা করা।

পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বোঝানো যেতে পারে যে, পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অনেকগুলিই মিশ্র সভ্যতা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাইজানটাইন সভ্যতা

উদ্দেশ্য ঃ বাইজানটাইন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণা আনতে গেলে —

(১) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন।

(২) পশ্চিম রোমান সভ্যতার সঙ্গে জার্মান সভ্যতার সমন্বয়ে এক মিশ্র সভ্যতার বিকাশ — এবং ল্যাটিন ভাষা ও রোমান চার্চের প্রভাব।

(৩) অপরদিকে ইউরোপের পূর্বদিকে (পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য) গ্রিক সভ্যতার প্রভাবে যে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে উঠছে — (প্রাসঙ্গিকভাবে ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে) সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা লাভে সাহায্য করা।

(৪) বাইজানটাইন সভ্যতার অবদান এবং খ্রিষ্টধর্মের গুরু পোপের সঙ্গে সম্রাটের বিরোধের ফলে খ্রিষ্টান ধর্মজগতে বিভাজন — পূর্ব ইউরোপে গ্রিক ধর্মসমাজ, অপরদিকে ইতালি ও পশ্চিম ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্মসমাজের সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণালাভে সাহায্য করা।

(৫) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।

উপকরণ ঃ (১) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অবস্থান মানচিত্রে দেখাতে হবে।

(২) সেন্ট সোফিয়া গির্জার ছবি প্রদর্শিত হতে পারে।

(৩) শিক্ষার্থীকে মিনার কাজ ও মোজাইক শিল্পের কিছু নমুনা দেখানো যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলাম ও তার প্রভাব

উদ্দেশ্য ঃ আরব দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের দেখাতে হবে।

আরবের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য, ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিভিন্নতা যে তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বোধ গড়ে তোলার অন্তরায় ছিল — এই ধারণা শিক্ষার্থীর মনে দিতে হবে।

হজরত মহম্মদের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা এবং মক্কার পুরোহিত বংশের সন্তান হয়েও তিনি সমাজে হিংসা-হানাহানি বন্ধ ও ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে পুরোহিততন্ত্র ও বহু ঈশ্বরবাদের পরিবর্তে যে নিরাকার, একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতাবিরোধী ধারণার প্রচার করেন এবং তা সমাজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা। আরবদেশে ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য মহম্মদকে যে সব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা লাভে সাহায্য করা।

মহম্মদ আরব সমাজে ঐক্য, সংহতি ও শান্তি প্রচেষ্টার লক্ষ্য হিসাবে ইসলাম ধর্মকে প্রচার করেন — ইসলাম ধর্মের এই সার্বজনীনতাবোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। অপরদিকে তাদের এ ধারণাও দিতে হবে যে পরবর্তীকালে খলিফাদের কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার। বিশ্ব সভ্যতায় আরবদের দান, বিশ্বের বিভিন্ন জাতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আরব পণ্ডিতদের সম্পদ সংগ্রহ এবং জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বাগদাদ ও স্পেনের কার্ডোভা যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

উপকরণ ঃ (১) পৃথিবীর মানচিত্রে ইসলাম ধর্ম প্রসারকে চিহ্নিতকরণ

(২) শিক্ষক একটি চার্টের মাধ্যমে দেখাবেন বিশ্বের কোন কোন দেশ থেকে আরব পণ্ডিতরা জ্ঞানের কোন কোন বিষয় সংগ্রহ করেছেন এবং কি কি বিষয় অন্য দেশকে শিখিয়েছেন — উদাহরণস্বরূপ ঃ

জ্ঞানের বিষয়	আরবরা শিখেছে কোন দেশ থেকে	তারা কোন দেশকে শিখিয়েছে
(১) কাগজ তৈরির পদ্ধতি	চিন	ইউরোপ
(২) দশমিক চিহ্ন, বীজগণিত ; দোলক	ভারত	ইউরোপ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

উদ্দেশ্য ঃ পশ্চিম ইউরোপে শার্লাম্যানের অভিষেকের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ধারণাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পোপের ভূমিকাটি শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন। প্রসঙ্গত, পোপের স্বার্থ এবং শার্লাম্যানেরও যে শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পোপের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল — অর্থাৎ উভয়ের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই যে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান — এই বিষয়টি

শিক্ষককে সহজ করে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করতে হবে। আবার এই ঘটনা থেকেই যে পোপ ও রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় — সেই বিষয়টি সম্পর্কেও তাদের অবহিত করতে হবে।

শিক্ষাসংস্কৃতির বিকাশে শার্লাম্যানের অবদান সম্পর্কে (ক্যারিলঞ্জীয় রেনেসাঁস) শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে।

খ্রিষ্টীয় মঠ

উদ্দেশ্য ঃ রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে চার্চের যেমন ভূমিকা ছিল, তেমনি সংসারত্যাগী মঠবাসীরা কঠোর শ্রম, ত্যাগ, সেবা এবং শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত হিসেবে পালন করে ইউরোপীয় সমাজে যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

মঠের সংস্কার আন্দোলন, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং মধ্যযুগের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষীদের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও এই যুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দিতে হবে। মঠের বাইরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা কেন গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষক ব্যাখ্যা দেবেন।

উপকরণ ঃ শার্লাম্যানের মাথায় পোপ মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন এরকম একটি ছবি চার্টে বা বোর্ডে এঁকে দেখানো যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের এই যুগের মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ধারণা দেবার জন্য শিক্ষক নিকটবর্তী কোন মঠ, চার্চের অভ্যন্তরস্থ বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

উদ্দেশ্য ঃ মধ্যযুগে জমিভিত্তিক জীবন ও সামাজিক বিন্যাস, সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের জীবনধারার রীতিনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, চাষআবাদ, ভূমিদাস ও স্বাধীন কৃষকের দুরবস্থা-এই সব বিষয়ে শিক্ষার্থীকে যতটা সম্ভব গল্পোচ্ছলে একটি ধারণা দিতে হবে। চার্ট/চিত্রের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ..... ইত্যাদি গল্প বলে মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বাস্তব ধারণা দেওয়া যায়। নাইটদের বীরত্বের কাহিনী বোঝাবার সময় 'রবীন হুড', 'ডন জুয়ান', 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' ইত্যাদি গল্পের বইয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

উপকরণ ঃ চার্ট, চিত্র, 'রবীন হুড'/'ডন জুয়ান',/থ্রি মাস্কেটিয়ার্স-এর ভি.ডি.ও. ক্যাসেট।

সপ্তম অধ্যায় ঃ ক্রুসেড

তীর্থযাত্রার রীতি বহু প্রাচীন। আজও দলবদ্ধ হয়ে তীর্থযাত্রীরা কোনো ধর্মস্থানের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন। এই সময় তাদের মনের আবেগ এতই বেশি থাকে যে তা পথশ্রমের ক্লান্তিকেও ভুলিয়ে দেয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, রাজত্বের হাত বদল হয় ; কিন্তু তীর্থযাত্রীদের তীর্থে যাবার অধিকার থেকে যায়। মুসলমানদের দখল থেকে জেরুজালেম পুনরাধিকার করতে রোমান পোপ ও খ্রিষ্টান রাজারা প্রায় দু'শো বছর ধরে যুদ্ধ করে।

উদ্দেশ্য ঃ শিক্ষার্থীকে জেরুজালেম তীর্থযাত্রার ধারণা দিতে মেলা (কুম্ভমেলা), দলবদ্ধভাবে কোনো ধর্মস্থানে যাওয়ার (অমরনাথ যাত্রার) দৃষ্টান্ত দিতে হবে।

জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে মূলত লড়াই, তবে পোপ, বনিক, ব্যবসায়ী, সামন্তপ্রভু, রাজারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিল। ধর্মের আড়ালে এই বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে একটি ধারণা দিতে হবে।

ধর্ম নিয়ে হানাহানি যে সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক, এতে যে হিংসা-বিদ্বেষ বাড়ে-তা শিক্ষার্থীকে দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।
শিক্ষক ক্রুসেডের সুদূরপ্রসারী ফলগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

উপকরণ ঃ ক্রুসেডের চিত্র, মানচিত্রে ধর্মযোদ্ধাদের যাত্রাপথ চিহ্নিত করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ মধ্যযুগে নগরের উদ্ভব

উদ্দেশ্য ঃ দেশে শান্তি বিরাজ করলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। গ্রাম থেকে গঞ্জ, গঞ্জ থেকে নগরের উদ্ভব হয়। পশ্চিমবাংলায় গত প্রায় একদশক কাল কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কিভাবে গঞ্জ এবং নতুন নগর গড়ে উঠতে সাহায্য করছে তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।
ইউরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্রুসেডের প্রভাব কিভাবে নগরায়ন ঘটায় — তা শিক্ষার্থীকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হবে।
গিল্ড বা সমিতির উদ্দেশ্য, নগরজীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি, বৈচিত্রহীন জীবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার সময় এখনকার অপরিকল্পিত পুরোনো শহরগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। স্বায়ত্তশাসন (পৌরসভা) কি কি উপায়ে নগরজীবনের উন্নতিবিধান করতে পারে - সেই বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে মিলিতভাবে আলোচনা করতে পারেন।

উপকরণ ঃ চিত্র।

নবম অধ্যায় ঃ মধ্যযুগের চিন ঃ সপ্তম শতাব্দি থেকে চতুর্দশ শতাব্দি

উদ্দেশ্য ঃ প্রাচীন চিন সাম্রাজ্যের ভাঙনের যুগে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন যাযাবর জাতিগোষ্ঠী কিভাবে চীনের সভ্যতার পরিবর্তন আনে তার ধারণা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষার্থীকে দিতে হবে।

তাঙ যুগে চীনের সমাজ, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প-সাহিত্য-কাব্য, কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি সম্পর্কে ধারণা লাভে সাহায্য করা।

চিনের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধধর্মের পার্থক্যের ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

সাঙ যুগ এবং ইউ আন যুগে চিনের নগর সভ্যতার উন্নতিবিধানে সংস্কারমূলক কার্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ধারণা দিতে হবে।

মধ্যযুগে জাপান

উদ্দেশ্য ঃ জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান — বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

জাপানের সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য — মিকাডোর ক্ষমতা (ধর্ম ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একীভূত রূপ) সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

জাপানে কিভাবে সামরিক শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল, সামুরাইদের ক্ষমতা মধ্যযুগের ইউরোপে নাইটদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

চিন ও জাপানের সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনে এই বোধ গড়ে তুলতে হবে যে, সভ্যতার আদান-প্রদানের ফলেই তার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ঘটে।

উপকরণ ঃ এশিয়ার মানচিত্র, অন্যান্য চিত্র, চার্ট ইত্যাদি।

দশম অধ্যায় ঃ মধ্যযুগের ভারতবর্ষ

উদ্দেশ্য ঃ ইউরোপে যেমন জার্মানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে ; তেমনি হূণ আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষেও গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের মূলগত পার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক অনৈক্য এবং ছোট সামন্তশাসিত রাজ্যও ছিল — শিক্ষক এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনে একটি স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

ইউরোপে যেমন জার্মান, রোমান ইত্যাদি মিশ্রণে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব হল, ভারতেও তেমনি হূণ রক্তকে বহন করে পরবর্তীকালে প্রতিহার প্রভৃতি রাজপুত জাতিগুলির সৃষ্টি হয়। একথা মনে রাখতে হবে যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কিন্তু অব্যাহত ছিল। পুষ্যভুতিবংশের রাজা হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

হর্ষোত্তর যুগে আবার পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূটদের ত্রিমুখী লড়াই রাজনৈতিক অনৈক্যের দিকটিই স্পষ্ট করে তোলে — মধ্যযুগে ভারতবর্ষে এই রাজনৈতিক ঝোঁকটি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে অবহিত করবেন।

হর্ষবর্ধনের যুগে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির যে উন্নতি ঘটেছিল শিক্ষার্থীদের সেই বিষয়ে ধারণা দিতে হবে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত শক্তিগুলির উদ্ভব এবং পূর্ব ভারতে শশাঙ্কের নেতৃত্বে সার্বভৌম বাংলার উদ্ভব ঘটে ; — পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজাদের শাসনকালে বাংলার সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের যে ব্যাপক উন্নতি হয় সেই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে একটি ধারণা দিতে হবে।

উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও চোল রাজাদের আমলে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দিলেও শিক্ষা, শিল্প ও স্থাপত্যের যে অভাবনীয় বিকাশ ঘটে — এই বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নজরে আনবেন।

প্রসঙ্গত দক্ষিণ ভারতে মীনাক্ষী মন্দিরের বিভিন্ন স্তম্ভের বিভিন্ন সুরের মূর্ছনা সে যুগের যে উন্নত স্থাপত্য রীতির পরিচয় দেয় সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভারত আগমন যে তাঁর গভীর শিক্ষানুরাগের পরিচয় দেয় — সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

উপকরণ ঃ ভারতবর্ষের মানচিত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি চিহ্নিতকরণ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র।

একাদশ অধ্যায় ঃ বর্হিজগতের সঙ্গো ভারতের যোগাযোগ

উদ্দেশ্য ঃ মধ্যযুগে ধর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গো সঙ্গো ভারতের সঙ্গো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি সেই সব দেশে ভারতীয় উপনিবেশ ও ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রও গড়ে ওঠে।

উপকরণ ঃ এশিয়ার মানচিত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলির অবস্থান চিহ্নিতকরণ।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ইসলামের সঙ্গো ভারতের যোগাযোগ ঃ তুর্কো আফগান যুগ

উদ্দেশ্য ঃ প্রাচীনকালে আরবদের সঙ্গো ভারতের মূলত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশত বছরের মধ্যে খলিফাদের আমলে বিশেষতঃ ওমরের আমলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। একই সময়ে ভারতবর্ষেও আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। অর্থাৎ ভারতে আরবদের এই সাম্রাজ্য বিস্তার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় — সেই সময় দেশে দেশে আরবরা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গো সঙ্গো ইসলাম ধর্মের প্রসার ও সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে বিশেষ নজর দেয়।

আরবদের সিন্ধুবিজয়, তুর্কো আফগান যুগে সুলতানী শাসনকালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও শোষণের চিত্র এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব, মুসলমান সমাজে উলেমাদের প্রভাব, শিয়া ও সুন্নী বিরোধ — এই সব বিভেদের মধ্যেও সমন্বয় সাধনের জন্য সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ভক্তিবাদী আন্দোলন ও সুফি আন্দোলনের সাধকদের অবদান সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেবেন।

উপকরণ ঃ ভক্তিবাদী সুফি সাধকদের চিত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ মধ্যযুগের শেষ পর্ব (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী)

উদ্দেশ্য ঃ মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে, রেনেসাঁসের মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা, আধুনিক যুগের পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষক ধারণালাভে সাহায্য করবেন।

ইতালিতে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র, রেনেসাঁসের মনীষীদের নামগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো, ভৌগোলিক আবিষ্কার ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইউরোপের মানচিত্রের পরিবর্তন ও দেশে দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই, ইউরোপে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি এবং এই সবের মধ্যে দিয়ে সামন্ত ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার লক্ষণগুলি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

[পর্ষদ প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অনুশীলনী দ্রষ্টব্য]

অষ্টম শ্রেণি

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায় ঃ আধুনিক যুগ ও তার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য ঃ শিক্ষক আধুনিক যুগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ধারণা দেবেন এবং আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি যে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক — এই বোধ তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

সাধারণভাবে ইউরোপে আধুনিকযুগের সূচনাকাল হিসাবে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দকে (অটোমান তুর্কি কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অধিকার) ধরা হয়। শুধু তাই নয় — এই সময় থেকে ইউরোপে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির অবসানের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগের মূল ভিত্তি সামন্ত ব্যবস্থা এই সময় ভেঙে পড়ে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটল এবং বাণিজ্যপুঁজি শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হল। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি মধ্যযুগীয় অর্থনীতি থেকে উন্নত ছিল, কারণ এই ব্যবস্থায় শোষণ অব্যাহত থাকলেও মজুরিভিত্তিক শ্রমিকের কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। পরিবর্তনের এই ধারাটিকে শিক্ষার্থীদের মনে স্পষ্ট করতে গেলে শিক্ষক বর্তমানে আমাদের রাজ্যে নগরায়ন ও কৃষি জমির উপর কারখানা গড়ে ওঠার ফলে ঐ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক জীবনের যে রূপান্তর ঘটছে তার উদাহরণ দিতে পারেন (যেমন হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলস, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কিভাবে গড়ে উঠেছে তা বোঝাতে পারেন)।

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আধুনিকযুগের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলি শিক্ষক নিচের চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বোঝাতে পারেন ঃ

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য	আধুনিকযুগের বৈশিষ্ট্য
(১) জমিভিত্তিক অর্থনীতি	(১) পুঁজিভিত্তিক অর্থনীতি
(২) কৃষিজাত পণ্য	(২) বাণিজ্য ও শিল্পজাত পণ্য
(৩) ভূমিদাস ও সামন্তপ্রভু	(৩) মজুরিদাস (দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর, অদক্ষ ও অসংগঠিত শ্রমিক) পুঁজির মালিক
(৪) গ্রামভিত্তিক সমাজ, সামন্তপ্রভুর দুর্গ ও খামার	(৪) শিল্পভিত্তিক সমাজ, নগর ও শহর
(৫) চার্চ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা	(৫) যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ
(৬) চার্চ নিয়ন্ত্রিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধারণা (পোপের অধীনে অখণ্ড খ্রীষ্টান সমাজ)	(৬) জাতীয় রাষ্ট্র, বিত্তশালী বণিকদের নেতৃত্বে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের ধারণা
(৭) ল্যাটিন চার্চ প্রভাবিত পরলোকতত্ব ও পাপপুণ্যে বিশ্বাস	(৭) গ্রীক দর্শনের প্রভাব — যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তা ও সাম্যবাদী ভাবনার বিকাশ

এই বৈশিষ্ট্যগুলির পার্থক্যটি চিত্রের আকারে আরও জীবন্ত ও মনোগ্রাহী করে তোলা যায়।

প্রথম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ ১×৩

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) মধ্যযুগের মূল ভিত্তি কি ছিল ?

(খ) আধুনিকযুগের লক্ষণ কি ?

(গ) অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথ ধরে কিসের উদ্ভব ঘটে ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ ১×৩

(ক) আধুনিক যুগের সূচনা প্রধানত ধরা ———— খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

(খ) শিল্পবিপ্লবের ফলে বাণিজ্যপুঁজি ———— তে রূপান্তরিত হয়।

(গ) ———— মানব সভ্যতার ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

৩। নিচের লেখা বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও এবং ভুল উত্তরটির পাশে × চিহ্ন দাও ঃ

(ক) মধ্যযুগে সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো চার্চ। ( )

(খ) নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায়। ( )

(গ) যুক্তিবাদের ফলে মানুষের মনে জনমত নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগে। ( )

৪। বামদিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডানদিকের সম্পর্ক মিলিয়ে লেখ ঃ ১×৪

বামদিক	ডানদিক
(ক) সামন্তযুগের অর্থনীতি	(অ) স্বৈরশাসনের অবসান
(খ) পুঁজিবাদের উদ্ভব	(আ) মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা
(গ) উদারনৈতিক গণতন্ত্র	(ই) কৃষিভিত্তিক
(ঘ) বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব	(ঈ) উপনিবেশবাদের সৃষ্টি

৫। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ২×৩

(ক) মধ্যযুগে সামন্ত অর্থনীতির অবসানে ইউরোপে কোন্ অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল ?

(খ) শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে মূলত যে শ্রেণিগুলির উদ্ভব ঘটে তাদের সম্পর্ক কেমন ছিল ?

(গ) নবজাগরণ বা রেনেসাঁস পঞ্চদশ শতকের সাহিত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে ?

৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ৩×২

(ক) ইউরোপে আধুনিকযুগের সূচনা কিভাবে হয় ?

(খ) আধুনিকযুগে বাণিজ্য ও শিল্প অর্থনীতির বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল ?

৭। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ ৬×২

(ক) ইউরোপে মধ্যযুগের ও আধুনিকযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লেখ।

(খ) পুঁজিবাদের উদ্ভব ও প্রসার সমাজব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনলো ?

আদর্শ উত্তরের নমুনা ঃ প্রথম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। (ক) সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা
(খ) যুক্তিবাদ
(গ) ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের

২। (ক) ১৪৫৩ খ্রিঃ
(খ) শিল্পপুঁজি
(গ) শিল্পবিপ্লব

৩। (ক) (✓)
(খ) (×)
(গ) (✓)

৪। (ক) সামন্তযুগের অর্থনীতি — কৃষিনির্ভর
(খ) পুঁজিবাদের উদ্ভব — উপনিবেশবাদের সৃষ্টি
(গ) উদারনৈতিক গণতন্ত্র — স্বৈরশাসনের অবসান
(ঘ) বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব — মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

৫। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) মধ্যযুগে সমাজ ও অর্থনীতির মূল ভিত্তিই ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ; আর এই অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবসানে ইউরোপে আধুনিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদের গোড়াপত্তন হয় —- এবং ক্রমে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে।

(খ) শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে মূলত তিনটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে — ধনতন্ত্রী বা পুঁজিপতি শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণি। পুঁজিপতি শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণিকে বঞ্চিত করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে ও সমাজে বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হন, স্বাভাবিকভাবেই উভয় শ্রেণির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বাধে। বুর্জোয়া শ্রেণি সম্পদের অসম বন্টনরোধ ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

(গ) রেনেসাসেঁর প্রভাবে ইউরোপের পঞ্চদশ শতকের সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মধ্যযুগে সমাজ, সাহিত্য সবকিছুই চার্চ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু নবজাগরণের ফলে ল্যাটিন চার্চ প্রভাবিত পরলোকতত্ত্ব ও পাপপুণ্যের প্রতি মানুষ আস্থা হারায় এবং নতুন করে গ্রিক ও রোমান সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা শুরু হয়, যুক্তিবাদী মানসিকতা ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সাধারণভাবে ইতিহাসে যুগ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবুও ঐতিহাসিকরা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে ইতিহাসের যুগের বিভিন্ন নামকরণ করেছেন — প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। মানবসভ্যতার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে দীর্ঘ বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই একটি যুগ থেকে আর একটি যুগের উত্তরণ ঘটে, ইউরোপের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

প্রধানত ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ অটোমান তুর্কিদের হাতে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন থেকেই আধুনিক যুগের সূচনা কাল ধরা হয়।

(খ) আধুনিক যুগের সূচনাকাল থেকেই কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে ও অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে একই জমিতে দু-তিনবার চাষের ফলে নতুন নতুন ফসল ও ফলের চাষ শুরু হলে কৃষকদের আয় বাড়ে এবং কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটে।

অপরদিকে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস চলে। ইউরোপের বাইরে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে বাণিজ্য ও শিল্প অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। বহু কলকারখানা গড়ে ওঠে ও তাকে কেন্দ্র করে বড় বড় শহরও স্থাপিত হয়।

৭। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ইউরোপের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। (১) মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ফলে জমি বা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আধুনিক যুগে পুঁজিভিত্তিক অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়।

(২) মধ্যযুগে কৃষিজাত পণ্যকে ভিত্তি করেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, কিন্তু আধুনিক যুগে বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়।

(৩) মধ্যযুগে জমির মালিক ছিলেন সামন্তপ্রভু, ভূমিদাসরা বংশ পরম্পরায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ সামন্তপ্রভুদের কাছে বাঁধা থাকত কৃষিকাজ চালানোর জন্য। তারা ছিল সামন্ত প্রভুর আশ্রিত। কিন্তু আধুনিক যুগে মজুরিভিত্তিক দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণি এবং তার পাশাপাশি অদক্ষ ও অসংগঠিত শ্রমিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশ নেয়।

(৪) মধ্যযুগের গ্রামভিত্তিক সমাজ, সামন্ত প্রভুদের দুর্গ ও খামারের স্থলে আধুনিক যুগের শিল্পভিত্তিক সমাজ, নগর ও শহর গড়ে ওঠে।

(৫) মধ্যযুগে সমাজব্যবস্থা ছিল চার্চ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আধুনিক যুগে চার্চ আরোপিত অন্ধবিশ্বাস ও দুর্নীতি থেকে মানুষের মুক্তিলাভ ঘটে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে।

(৬) মধ্যযুগে পোপের অধীনে অখন্ড খ্রিষ্টানসমাজ শাসিত ও পরিচালিত হত। আধুনিক যুগে

যুক্তিবাদের পাশাপাশি উদারনৈতিক গণতন্ত্র, জাতীয় রাষ্ট্র ও বিত্তশালী বণিকদের নেতৃত্ব শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

(৭) মধ্যযুগে ল্যাটিন চার্চ প্রভাবিত পরলোকতত্ত্ব ও পাপপুণ্যে মানুষ বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে গ্রিক সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাবে সাম্যবাদী ভাবনার বিকাশ ঘটে। সম্পদের অসম বণ্টন রোধ ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানুষ সরব হয়, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উদ্ভব ঘটে।

(খ) আধুনিক যুগে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে রূপান্তরের ফলে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে। আগে যে ধনীব্যক্তিরা বাণিজ্যে পুঁজি নিয়োগ করতেন, এখন তাঁরাই শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহী হন ; ফলে 'বাণিজ্য পুঁজি' শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। সমাজে এই পুঁজিপতি শ্রেণি বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী হন। দেশের অধিকাংশ জমি ধনী ভূস্বামীদের দখলে চলে গেলে, ছোট কৃষকরা মজুরিভিত্তিক কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। এদের মধ্যে যারা গ্রামে কাজ পেল না তারা দলে দলে শহরে কাজের খোঁজে এল এবং কলকারখানায় মজুরিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে লাগল। শহরের গরিব কারিগররাও ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত হল। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিকে বঞ্চিত করে পুঁজিপতি শ্রেণি বিত্তশালী হয়ে উঠলে উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। এইভাবে ধনতন্ত্রের উত্থান সমাজ বিন্যাসে পরিবর্তন আনল — সমাজ প্রধান মূলধনী বা ধনতন্ত্রী এবং শ্রমিক শ্রেণি এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, — আবার এর পাশাপাশি মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণিরও উদ্ভব ঘটে, যাঁরা ক্রমে সামাজিক সাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন শুরু করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপের নবজাগরণ

উদ্দেশ্য ঃ শিক্ষক রেনেসাঁস কথার অর্থ ও নবজাগরণের ব্যাখ্যা দেবেন। পঞ্চদশ শতকে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইতালিতে মূলত ধনী মহাজন মেদিচি পরিবারের আনুকূল্যে কনস্টান্টিনোপল থেকে পালিয়ে আসা পন্ডিতদের গ্রিক দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলার চর্চার মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটায়। মানুষ চার্চ-আরোপিত বিশ্বাসকে এখন যুক্তির আলোয় যাচাই করে নেওয়ার সাহস অর্জন করল।

নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য, মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নবজাগরণের তুলনা ও সম্পর্ক, ইতালিতে প্রথম নবজাগরণের সূচনার কারণ, মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ও শিক্ষাবিস্তারে তার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একটি সাধারণ ধারণা দিতে সাহায্য করবেন।

(খ) মানবতাবাদ ঃ মানবতাবাদের ধারণা দেবার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, নবজাগরণের প্রভাবে মানুষ গ্রিক দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরলোকতত্ত্ব নয়, চার্চ আরোপিত বিশ্বাস (মানুষকে পরলোকে যেতে হলে চার্চের মাধ্যমে যেতে হবে) নয় — মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ- ভালোবাসা — এই জীবনমুখী ভাবধারা সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে যাঁরা মানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন, তাঁরাই মানবতাবাদী নামে পরিচিত। বিভিন্ন

ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানবতাবাদীদের নাম ও তাঁদের শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

উপকরণ ঃ (ক) চিত্র

(খ) মানচিত্রে ইতালির ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জেনোয়া, মিলানের অবস্থান দেখাতে হবে। প্রসঙ্গত শিক্ষার্থীদের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' গ্রন্থটি পড়তে বলা যেতে পারে — তাতে মহাজনীকারবারের চিত্রটি পরিস্ফূট হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপের নবজাগরণ

আদর্শ প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ ১ × ৩

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) 'রেনেসাঁস' কথাটির অর্থ কি ?

(খ) কনস্টান্টিনোপলের পতন কখন হয় ?

(গ) 'রেনেসাঁসের' সূচনা প্রথম কোথায় হয়েছিল ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ ১ × ৩

(ক) ———— আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে, অল্প খরচে বই হাতের কাছে পাওয়া যায়।

(খ) ———— রা মানুষের জয়গানে মুখর ছিলেন।

(গ) দান্তের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ————।

৩। নিচের লেখা বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও এবং ভুল উত্তরটির পাশে × চিহ্ন দাও ঃ

(ক) নবজাগরণের যুগে গ্রিক ও রোমক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে। ( )

(খ) রাফায়েলের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে 'মোনালিসা' অন্যতম। ( )

(গ) ইউরোপের মধ্যযুগে ধর্মশাসিত সমাজে বিজ্ঞানের আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। ( )

৪। বাম ও ডানদিকের শব্দগুলির মধ্যে মিল খুঁজে সাজিয়ে লেখ ঃ ১ × ৪

বামদিক	ডানদিক
(ক) ইরাসমাম	(অ) ম্যাডোনা
(খ) চসার	(আ) পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জনক
(গ) রাফায়েল	(ই) প্রেজ অব ফলি
(ঘ) ফ্রান্সিস বেকন	(ঈ) ক্যান্টারবেরি টেলস্

৫। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ২ × ৩

(ক) নবজাগরণ বলতে কি বুঝ ?

(খ) নবজাগরণের প্রসারে বিত্তশালী ব্যবসায়ী শ্রেণি কি ভূমিকা নিয়েছিল ?

(গ) গ্যালিলিওর মতবাদকে চার্চ বিরোধী বলা হয়েছিল কেন ?

৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ৩ × ৩

(ক) নবজাগরণের যুগে সাহিত্যে মানবতাবাদ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে ?

(খ) মধ্যযুগের সংস্কৃতির সঙ্গে নবজাগরণের সংস্কৃতির তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

(গ) বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নবজাগরণের অবদান সম্বন্ধে কি জান ?

৭। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ ৫ × ২

(ক) নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কি জান ?

(খ) ইতালিতে প্রথম নবজাগরণ দেখা দিল কেন ?

আদর্শ উত্তরের নমুনা

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। (ক) 'রেনেসাঁস' কথার অর্থ নবজাগরণ।

(খ) ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে।

(গ) ইতালিতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ ঃ

(ক) মুদ্রণযন্ত্র (খ) মানবতাবাদীরা (গ) 'ডিভাইন কমেডি'

৩। (ক) (✓) (খ) (×) (গ) (✓)

৪। বাম ও ডানদিকের শব্দগুলির মধ্যে মিল খুঁজে সাজিয়ে লেখ ঃ

(ক) ইরাসমাম — প্রেজ অব ফলি

(খ) চসার — ক্যান্টারবেরি টেলস্

(গ) রাফায়েল — ম্যাডোনা

(ঘ) ফ্রান্সিস বেকন — পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জনক

৫। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) নবজাগরণ কথাটি ফরাসি শব্দ রেনেসাঁস থেকে এসেছে। এককথায় মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার বিরুধে যে চেতনার উন্মেষ ঘটে তা হল নবজাগরণ। এই যুগে গ্রিক ও রোমক সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা শুরু হয় ; বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধানী মনোভাব নিয়ে সব কিছুকে যাচাই করার প্রবণতা বাড়ে।

(খ) ক্রুসেড বা ধর্মযুধের ফলে ইতালির নগরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেখানে এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই প্রসঙ্গে ধনী মেদিচি পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিত্তশালী শ্রেণির আগ্রহ ও সহযোগিতায় গ্রিক ও রোমক সাহিত্য, সভ্যতা সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলন ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং নবজাগরণের প্রসার ঘটে।

(গ) ইউরোপের মধ্যযুগে চার্চশাসিত সমাজে মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। কিন্তু ইতালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে তার সাহায্যে প্রমাণ করে দেখালেন যে, মধ্যযুগীয় ধারণা একেবারে ভুল, পৃথিবী নিজের কক্ষপথে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তাঁর এই ধারণা চার্চ বিরোধী হওয়ায় তিনি ধর্মদ্বেষী বলে অভিযুক্ত হন ও কারাগারে বন্দি হন।

৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) মানুষকে ভালোবাসা এবং মানবজাতির মধ্যে মুক্ত বিবেক ও শুভবুদ্ধি জাগরণের চেষ্টাই হল মানবতাবাদ। এই চেষ্টায় ব্রতী মানবতাবাদী কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতালির

দান্তে, পেত্রাক, মেরিয়াভেলি ও বোকাচ্চিও, ইংলন্ডের চসার, স্পেন্সার, সেকস্‌পীয়ার ও ফ্রান্সিস বেকন, হল্যান্ডের ইরাসমাম, স্পেনের সারভান্তিস ও ফ্রান্সের রাবেলে। দান্তে তাঁর 'ডিভাইন কমেডি' গ্রন্থে মানুষের সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসার কথা লিখেছেন। মেকিয়াভেলি 'দি প্রিন্স' নামক পুস্তকের মধ্যে প্রথম রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা লেখেন এবং জনকল্যাণ সাধনই যে রাষ্ট্রের প্রধান কতর্ব্য তা প্রচার করেন। অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বীরত্বের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। সেকস্‌পীয়ার বিভিন্ন কবিতা ও নাটকের মধ্যে মানুষের জীবনের প্রেম ভালোবাসা, সুখ-দুঃখের কাহিনী প্রচার করেন।

(খ) মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ত সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের যোগ ছিল নিবিড় রাজা, পোপ ও তাঁর অধীনস্থ বিশপ, যাজক ধর্মের বুলির আড়ালে সমাজের সমস্তরকম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন। কিন্তু নবজাগরণের যুগে চার্চ প্রচারিত পরলোকতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে মানবকল্যাণ ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা প্রচারিত হল।

মধ্যযুগে বাইবেল বিরোধী কথাবার্তা এবং বিজ্ঞান চর্চা নিষিদ্ধ ছিল ; নবজাগরণের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা চলে।

মধ্যযুগে মানুষ পোপ ও চার্চের কথা ও নির্দেশ অন্ধের মতো অনুসরণ করত, কিন্তু নবজাগরণের ফলে মানুষ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে সব কিছুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করে তবেই তা গ্রহণ করে।

(গ) বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নবজাগরণের অবদান অনস্বীকার্য। রোজার বেকন ও জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ প্রকৃতি ও প্রাণী বিজ্ঞান বিষয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করে বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত করেন। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি উড়ো জাহাজের নকশা তৈরি করেন। কোপারনিকাশ ও পরবর্তীকালে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ব্রুনো এইমত সমর্থন করায় তাঁকে ধর্মযাজকেরা পুড়িয়ে মারে। রোজার বেকন ও ফ্রান্সিস বেকন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

৭। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ইউরোপের ইতিহাসে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূচনা এক অসামান্য ঘটনা। নবজাগরণের মূল বৈশিষ্ট্য হল মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বাধীন চেতনার উন্মেষ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধিৎসু মনোবৃত্তির প্রতি মানুষের সহজাত শ্রদ্ধা। নবজাগরণের যুগে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে ; দেশে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অধীনে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য স্থাপিত হয়। নবজাগরণের ফলে প্রাচীন গ্রিক ও রোমক সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। চার্চ আরোপিত ধর্মীয় শাসন ও তত্ত্বকে অন্ধের মত অনুসরণ না করে যুক্তির আলোয় সবকিছুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা ও গ্রহণ করা ছিল এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রিক যুগের মুক্ত জীবনধারার প্রতি এই সময় মানুষের আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং পৃথিবীর সব কিছুই ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এই ধারণার অবসান ঘটে। মানুষের জানার কৌতুহল বাড়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান চর্চার ফলে সমালোচনার

দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সূত্রপাত ঘটে। এই যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হল মানবতাবাদ। মনুষ্যত্বকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা, মানবজাতির মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও শুভবুদ্ধি-জাগরণের চেষ্টাই মানবতাবাদ। ঈশ্বর সম্পর্কিত বিষয় অপেক্ষা মানবকল্যাণ ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে চর্চা ও আলোচনা ছিল এই যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(খ) ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল ; এর প্রধান কারণগুলি এরূপ ঃ

(১) ইতালির শহরগুলি ছিল মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত এবং প্রাচীন রোমান সংস্কৃতির প্রভাব ইতালিতে কখনই অবলুপ্ত হয়নি। (২) ধর্মযুদ্ধের ফলে উত্তর ইতালির ফ্লোরেন্স, মিলান, জেনোয়া, ভেনিস ইত্যাদি শহরগুলি আবরজগতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠায় সেখানে এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণি বংশপরম্পরায় গ্রিক ও রোমান সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে এক সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে অটোমান তুর্কিদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর গ্রিক পন্ডিতরা তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে দেশত্যাগ করেন। এইসব গ্রিক পন্ডিতদের আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইতালির এই ধনী-বণিক পরিবার — এঁদের মধ্যে মেদিচি পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলত। (৩) প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য-শিল্পের উদ্ধার ও বহুমুখী সৃজনশক্তির ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল ; ইতালির ধনী ব্যক্তিবর্গ ও বণিকরা উদারচিত্তে সে কাজে এগিয়ে আসেন। (৪) এছাড়া মিলনের শাসক ভিসকন্টি পরিবারও শিল্পসাহিত্য চর্চা ও গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। সবদিকে পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইতালির পরিবেশ ও আবহাওয়া নবজাগরণের সূচনার পক্ষে অনুকূল ছিল।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন

উদ্দেশ্য ঃ সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের চার্চের বিশাল ভূসম্পত্তি, ইউরোপের নতুন জাতীয় রাজাদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সময়ে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বড় বড় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। যাজকদের দুর্নীতি, পোপের ভোগবিলাস, অর্থনৈতিক উপায়ে অর্থোপার্জন মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করল। চার্চের আরোপিত বিশ্বাস যে অসত্য ও ভিত্তিহীন এই বিষয়ে অনেক আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো পন্ডিত (জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস) প্রশ্ন তুলেছিলেন ; কিন্তু জনসমর্থন না থাকায় চার্চের আইনে তাঁরা ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষিত হন এবং চার্চের বিচারে কাউকে কাউকে পুড়িয়ে মারা হয়।

পরবর্তীকালে জার্মানিতে কৃষকবিদ্রোহ শুরু হলে, জার্মানির নতুন রাজাদের সমর্থন নিয়ে মার্টিন লুথার চার্চের দুর্নীতির অবসান ঘটাতে জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।

উপকরণ ঃ চিত্র ঃ বিষয়

(ক) মধ্যযুগের চার্চের মানব কল্যাণমুখী ভূমিকা ও সমাজে শৃঙ্খলারক্ষা —

(খ) মধ্যযুগের শেষে চার্চের দুর্নীতিপরায়ণতা ও উৎপীড়কের ভূমিকা —

(গ) ইউরোপের বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন ও ক্রমে তা চার্চবিরোধী আন্দোলনের যে রূপ নেয় তার ধারণা —

(ঘ) নবজাগরণের যুগের বিজ্ঞান মনস্কতা —

(বিষয়গুলি আর্ট পেপারে এঁকে দেখাতে হবে)

আদর্শ প্রশ্নাবলী

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন

বিষয়মুখী প্রশ্ন — ১ × ৩

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) খ্রিষ্ট জগতের ধর্মগুরুকে কি বলা হয় ?

(খ) জন হাস কে ছিলেন ?

(গ) মার্টিন লুথারের সমর্থকদের কি বলা হত ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ ১ × ৩

(ক) ———— তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রেজ অব ফলি'র মধ্যে চার্চের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন।

(খ) মার্টিন লুথার ———— বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

(গ) ————র নেতৃত্বে সুইজারল্যান্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন ও ভুল উত্তরটির পাশে (x) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ইউরোপের ধর্মজীবনে নানারকম দুর্নীতি ও অনাচার দেখা দেয়। ( )

(খ) মধ্যযুগের শেষে গির্জাগুলি থেকে সংগৃহীত অর্থ পোপ জনকল্যাণের কাজে ব্যয় করতেন। ( )

(গ) অষ্টম হেনরি পোপের ক্ষমতা ও অধিকার অস্বীকার করে চার্চের উপর রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ( )

৪। বামদিকের বিষয়গুলির সঙ্গে ডানদিকের বিষয়গুলি মিলিয়ে লেখ ঃ ১ × ৪

বামদিক	ডানদিক
(ক) অষ্টম হেনরি	(অ) অগসবার্গের সন্ধি
(খ) কেলভিন	(আ) পোপের অনুগামী
(গ) পঞ্চম চার্লস্	(ই) ইংল্যান্ড
(ঘ) রোমান ক্যাথলিক	(ঈ) ধর্মসংস্কারক

৫। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ২ × ৩

(ক) মার্টিন লুথারের ধর্মপ্রচারের ফলে খ্রিষ্টধর্ম কোন দুটি ভাগে বিভক্ত হয় ?

(খ) প্রোটেস্ট্যান্ড মতবাদের প্রতি লোকে আকৃষ্ট হয়েছিল কেন ?

(গ) জনকেলভিনের জীবনাদর্শ কেমন ছিল ?

৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ২ × ৩

(ক) মার্জনাপত্র কি ?

(খ) ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল কেন ?

(গ) কিভাবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটে ?

৭। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ ৫ × ২

(ক) মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?

(খ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এল?

আদর্শ উত্তরের নমুনা

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ দু-এক কথায় উত্তর দাও

১। (ক) পোপ

(খ) একজন ধর্মসংস্কারক

(গ) প্রোটেস্ট্যান্ট

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ইরাসমাস

(খ) উইটেনবার্গ

(গ) জুইংলি

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন এবং ভুল উত্তরটির পাশে × চিহ্ন দাও ঃ

(ক) (✓)

(খ) (×)

(গ) (✓)

৪। বামদিকের বিষয়গুলির সঙ্গে ডানদিকের বিষয়গুলি মিলিয়ে লেখ ঃ

বামদিক	ডানদিক
(ক) অষ্টম হেনরি	(অ) ইংল্যান্ড
(খ) কেলভিন	(আ) ধর্মসংস্কারক
(গ) পঞ্চম চার্লস্	(ই) অগম্‌বার্গের সন্ধি
(ঘ) রোমান ক্যাথলিক	(ঈ) পোপের অনুগামী

৫। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) মার্টিন লুথারের ধর্মপ্রচারের ফলে খ্রিষ্টধর্ম দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়—(ক) রোমান ক্যাথলিক, (খ) প্রোটেস্ট্যান্ট

(খ) মধ্যযুগের শেষদিকে পোপের দুর্নীতি ও অনাচার জনসমক্ষে প্রকট হয়ে ওঠে। নবজাগরণপ্রসূত মানবতাবাদের ফলে মানুষ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও চার্চ আরোপিত ধর্মবিধির বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। মার্টিন লুথার চার্চের দুর্নীতি, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ও মার্জনাপত্রের প্রতিবাদে সরব হন। লোকে তাই তাঁর প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(গ) জন কেলভিন ফরাসি হলেও পোপের বিরুদ্ধে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে দেশত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এসে বসবাস করতে হয়। তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে জীবন কাটাতেন এবং আদর্শ সমাজ গঠনে সচেষ্ট হন। তাঁর বৈষয়িক

ও ধর্মীয় কর্মসূচি — জেনেভার নগর পরিষদ গ্রহণ করে। সমসাময়িক বহু পন্ডিত ও দার্শনিক তাঁর জীবনাদর্শের অনুগামী ছিলেন।

৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) মধ্যযুগের শেষে পোপ ও যাজকরা নানা অনৈতিক উপায়ে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন, মার্জনাপত্র ছিল এর অন্যতম। পোপ ও যাজকরা প্রচার করতেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার পাপের জন্য অনুতাপ করে ও চার্চকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে মার্জনাপত্র কেনে তবে তার সব পাপের মুক্তি ঘটবে এবং পরলোকে পাপের শাস্তি থেকে সে রেহাই পাবে। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এই মার্জনাপত্র বিক্রি হত এবং সেই টাকা জনকল্যাণের কাজে ব্যয় না করে পোপ ও যাজকরা নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করতেন। মার্টিন লুথার এই মার্জনাপত্রের বিক্রির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

(খ) সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে ইউরোপের ধর্মজীবনে নানারকম দুর্নীতি ও অনাচার দেখা যায়। পোপ ও যাজকবর্গ জনকল্যাণের আদর্শ ত্যাগ করে ভোগবিলাসে রত থাকেন — এমনকি ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নানা অনৈতিক উপায়ে তাঁরা অর্থ আদায় করতেন। তাঁরা মার্জনাপত্র বিক্রি করতেন ; এতে বলা হত যদি কোনো ব্যক্তি তার পাপের জন্য অনুতাপ করে চার্চকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে এই মার্জনাপত্র কেনে তবে পরলোকে পাপের শাস্তি থেকে সে রেহাই পাবে। এইভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের চার্চ বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে যা ইউরোপের নতুন জাতীয় রাজাদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নবজাগরণপ্রসূত মানবতাবাদ এবং ইউরোপের বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ জনসমক্ষে ধর্মসংস্কারে প্রেরণা যোগায় এবং জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস, মার্টিন লুথার ইত্যাদি মানবতাবাদী চিন্তাবিদ্‌দের নেতৃত্বে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

(গ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধারণা বদলে যায় এবং খ্রিষ্টান জগত মূলত রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট — এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায় ফলে ধর্ম ও রাজনীতির যে সংযোগ খ্রিষ্টান জগতে এতদিন অব্যাহত ছিল তার অবসান ঘটল। পঞ্চম চার্লস ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে অগম্‌বার্গের সন্ধি দ্বারা জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের স্বাধীনভাবে ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত চালু করার অধিকার দিলে আঞ্চলিক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটে। পোপের কতৃত্ব অস্বীকার করে উত্তর জার্মানির রাজ্যগুলিতে ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত গৃহীত হলে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরে অষ্টম হেনরি পোপের ক্ষমতা ও অধিকার অস্বীকার করে চার্চের উপর রাজার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে জার্মানি ও ইংল্যান্ডে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটে।

৭। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন লুথার জার্মানির এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে

জন্মগ্রহণ করেন। বাইবেলের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই তিনি ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল 'বিশ্বাসই ধর্মপ্রাণ মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি' -এর জন্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। ধর্মের নামে পোপ ও তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক 'মার্জনাপত্র' বিক্রি এবং নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মার্জনাপত্র কিনলে পাপমুক্তি ঘটবে — এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে লুথার প্রতিবাদ জানান এবং ৯৫টি বক্তব্য সম্বলিত একটি অভিযোগপত্র উইটেনবার্গ গির্জার দরজায় ঝুলিয়ে দেন। পোপ লুথারকে তা প্রত্যাহারের নির্দেশনামা পাঠালে লুথার জনসমক্ষে তা পুড়িয়ে ফেলেন ; ফলে তাঁকে ধর্মচ্যুত করা হয়।

এরপর রাজা পঞ্চম চার্লস ওয়ার্মস নগরে (১৫২১ খ্রিঃ) এক সভা ডেকে লুথারকে তাঁর কাজের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করলে লুথার জানান, বাইবেলের নজির দ্বারা তাঁর ইস্তাহারকে ভুল প্রমাণিত না করলে তা প্রত্যাহার করা হবে না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দণ্ড পেতে হয় ও ধর্মসংঙ্ঘ থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন। পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন বলে তাঁর প্রচারিত ধর্মমত প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ নামে পরিচিত। এইভাবে খ্রিষ্টান ধর্মজগত রোমান ক্যাথলিক (পোপের সমর্থক) ও প্রোটেস্ট্যান্ট (লুথারপন্থী) এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। জার্মানি ও ইউরোপের বহু মানুষ লুথারের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। লুথারের আন্দোলনের সূত্র ধরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

(খ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধারণার অবসান ঘটে এবং খ্রিষ্টান জগতের ধর্মগুরু যে পোপ এ ধারণাও বদলে যায়। খ্রিষ্টান জগত রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট এই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় — প্রথমোক্ত ধর্মমতের প্রধান ছিলেন পোপ। ইতিপূর্বে রাজার সঙ্গে পোপের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তা আর রইল না — রাজারা স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে থাকেন।

এরপর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পঞ্চম চার্লস ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে অগসবার্গের সন্ধি দ্বারা জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেন। ধর্মক্ষেত্রে পোপের কর্তৃত্বের অবসান ঘটলে এবং জার্মানির রাজ্যগুলিতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত গৃহীত হলে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে পোপ অনুমতি না দেওয়ায় তিনি পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে চার্চের উপর রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উত্থান হয়। ক্রমে ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের রাজারা ক্যাথলিক ধর্মমতের পাশাপাশি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকেও স্বীকৃতি দেন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইউরোপের বাণিজ্যিক বিপ্লব

উদ্দেশ্য ঃ নবজাগরণের যুগে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে চার্চ আরোপিত ভ্রান্ত ধারণার অবসান, অপরদিকে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে সহায়ক কম্পাস, অ্যাস্ট্রোলেব ইত্যাদি যন্ত্রের আবিষ্কার এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (মূলত মশলা) সংগ্রহের প্রয়োজন সামুদ্রিক অভিযানে প্রেরণা যোগায়

— এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা দিতে হবে।

সামুদ্রিক অভিযানে মূলত পর্তুগাল ও স্পেনের রাজারা উৎসাহ দিলেন, কারণ তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নিলে ভূমধ্যসাগরের জলপথে ইউরোপীয়দের কাছে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সমুদ্রপথে প্রাচ্য দেশে পৌঁছানোর জন্য নতুন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ইউরোপে বাণিজ্যিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক গল্পোচ্ছলে শিক্ষার্থীদের ধারণালাভে সাহায্য করবেন।

ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল, আলবুকার্ক, কলম্বাস, আমেরিগো ভেসপুচি ইত্যাদি ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী নতুন নতুন দেশ ও জলপথ আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল

১) পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন।

২) ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তার।

৩) নতুন মহাদেশ হিসেবে আমেরিকার আবিষ্কার।

৪) কনকুইনস্টারডোরা আবিষ্কৃত নতুন নতুন দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে গিয়ে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের উপরে অকথ্য নির্যাতন অত্যাচার ও গণহত্যা চালায়।

৫) আবিষ্কৃত নতুন দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন এবং ঐসব উপনিবেশের সম্পদ আহরণের জন্য অন্য দেশ থেকে ক্রীতদাসদের (মূলত আফ্রিকার নিগ্রোদের) নিয়ে এসে দাস হিসেবে তাদের খাটানো হল।

৬) ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ শুরু হল।

উপকরণ ঃ (ক) ভৌগোলিক আবিষ্কারের আগে পৃথিবীর মানচিত্র এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারের পরে পৃথিবীর বিস্তার পৃথক পৃথক মানচিত্রে দেখাতে হবে।

(খ) মানচিত্রে নতুন নতুন জলপথগুলি চিহ্নিতকরণ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইউরোপের বাণিজ্যিক বিপ্লব

নমুনা প্রশ্ন

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ ১ × ৩

(ক) কোন্ ঘটনার পরে ইউরোপীয় বণিকরা প্রাচ্য দেশের সঙ্গো সরাসরি যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন জলপথ আবিষ্কার করতে বিশেষ আগ্রহী হয় ?

(খ) যুবরাজ হেনরি কোন বিশেষ নামে পরিচিত ছিলেন ?

(গ) 'ঝড়ের অন্তরীপ' কোথায় ?

২। সঠিক উত্তরটির পাশে '✓' চিহ্ন দাও ঃ ১ × ২

(ক) কলম্বাসের অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে স্পেন আমেরিগো ভেসপুচির নেতৃত্বে আর একটি অভিযান পাঠায় —

(খ) ১৪৫৩, ১৬০৭, ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে ভৌগোলিক আবিষ্কার ইউরোপে যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা করে তা হল —

(১) সামন্ততন্ত্র (২) বণিকতন্ত্র (৩) ধনতন্ত্র।

৩। সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিয়ে সাজিয়ে লেখ ঃ ১ × ২

কেব্রাল	ভারতীয় রাজাদের অর্ন্তদ্বন্দ্বের সুযোগ	ভারতে আসেন
আলবুকার্ক	১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে	গোয়া আবিষ্কার করেন

৪। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (সর্বাধিক **তিনটি বাক্যে** উত্তর লিখতে হবে) ১ × ২

(ক) ব্রাজিল আবিষ্কার করেন কোন্ পর্তুগিজ নাবিক ?

(খ) ইউরোপীয় নাবিকদের সমুদ্রে পাড়ি দেবার সাহস জন্মায় যে সব কারণে তার দুটি উল্লেখ কর।

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (সর্বাধিক **পাঁচটি বাক্যে**) ৩

ভৌগোলিক আবিষ্কারের যে কোনো তিনটি কাল উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ভারতবর্ষে ইওরোপীয়দের আগমন ও তৎকালীন ভারতের অবস্থা

উদ্দেশ্য ঃ ইওরোপীয় বণিকদের ভারতে আসার জন্য কি কি কারণে আগ্রহ দেখা দেয় — এই বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন।

মূলত দুটি কারণে ঃ ক) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে

খ) তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নিলে, ভূমধ্যসাগরের পথে ভারতে আসার জলপথ আরব ও ইতালির বণিকদের একচেটিয়া অধিকারে চলে যায়। এই একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে প্রাচ্য দেশে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কারের জন্য ইওরোপীয় বণিকরা আগ্রহী হয়। প্রাচ্য দেশে বাণিজ্যিক স্বার্থে নতুন জলপথ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যে ইওরোপীয় শক্তিগুলি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে (১) পর্তুগিজ — (ভাস্কো-ডা-গামা — ১৪৯৮ খ্রিঃ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠের জ্ঞানের ভিত্তিতে স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, ভাস্কো-ডা-গামা কোন জলপথ ধরে এসেছিলেন।

(২) ওলন্দাজ, (৩) ইংরাজ, (৪) ফরাসী।

সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অরাজকতা, অর্থনৈতিক মন্দা বিদেশী বণিকদের ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ করে দেয়। বিষয়টি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেবার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন কোন দেশে কি কি কারণে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় এবং কিভাবে তা রোধ করা যায়।

ইওরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থের সংঘাত এবং দেশীয় রাজাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ফলে ইওরোপীয় বণিকরা দেশীয় রাজাদের দুর্বলতাকে বুঝতে পারে এবং তাকে ব্যবহার করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে উৎসাহী হয়। এক্ষেত্রে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও কর্ণাটকের নবাবের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের উল্লেখ করে, ইংরাজ ও ফরাসি শক্তি কিভাবে নিজেদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিজ নিজ রাজশক্তির সাহায্যে তার সুযোগ নেয় তা উল্লেখ করতে হবে।

বণিকরা আবহমানকাল থেকেই এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে ; কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে যে ইওরোপীয় বণিকরা ভারতে আসছিল — তার একটি চরিত্রগত পার্থক্য (নিজ নিজ দেশের রাজশক্তির সমর্থনে তারা আসছে) ছিল। বণিকদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাজাদের সম্যক ধারণার অভাব, নিজেদের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও সামরিক দুর্বলতা এবং রাজাদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থনের অভাব — ইওরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমনের পথ ও পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে তোলে। সামাজিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে জনগণ চরম দুর্দশায় পৌঁছেছিল, এছাড়া তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব ছিল।

মুঘল রাজশক্তির উত্থান, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার এবং মুঘল - আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা, মুঘল শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, মুঘল সাহিত্য, শিল্প, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পতনের কারণ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাব - ইওরোপীয় বণিকদের পক্ষে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভে যে বিশেষভাবে সাহায্য করে এই বিষয়টি শিক্ষক সহজ সরলভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। প্রসঙ্গতঃ বর্তমানে যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি আমাদের দেশে তৎপর হয়ে উঠেছে, তা ভবিষ্যতের কোন্ বিপদের সম্ভবনা সৃষ্টি করছে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বোঝাতে সাহায্য করবেন।

(ক) পলাশির যুদ্ধের পর থেকে (১৭৫৭-১৭৬৫) দেওয়ানিলাভ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের পিছনে যে যে ঘটনা কাজ করেছে সেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

(খ) ১৭৬৫-১৮১২ খ্রিঃ—

(১) বাংলায় দ্বৈতশাসন ও দ্বৈতশাসনের ফলে দায়িত্বহীনতা কিভাবে বাংলার মানুষকে দুর্ভিক্ষের পথে নিয়ে গেল — তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।

(২) ওয়ারেন হেস্টিংস কিভাবে মারাঠাদের অর্ন্তদ্বন্দ্বের সুযোগ নিলেন — তা বলতে হবে।

(৩) মহিশূরের (হায়দর আলি ও টিপু সুলতান) রাজশক্তিকে কিভাবে লর্ড কর্নওয়ালিশ ও লর্ড ওয়েলেসলি খর্ব করেন তা বোঝাতে হবে।

ইংরেজরা এখানে যে দুটি কৌশল গ্রহণ করেছিল তা হল ঃ—

(ক) দেশীয় রাজ্যগুলেকে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত দুর্বল করা,

(খ) দুর্বল দেশীয় রাজ্যগুলিকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মাধ্যমে ইংরাজ আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য করা।

নিজাম ও মারাঠারা এই নীতি মেনে নিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে ইংরাজদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে টিপু সুলতান এই বশ্যতামূলক নীতি গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান।

উত্তর পশ্চিম ভারতে রুশ ও ফরাসি আক্রমণের আশঙ্কায় ইংরাজরা রণজিৎ সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপনে আগ্রহী হয়। অপরদিকে রণজিৎ সিংহ ও বুঝেছিলেন ইংরাজদের প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ভারতবর্ষে ইওরোপীয়দের প্রবেশ

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ ১ × ৪

(ক) কোন ইংরাজ দূত জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন ?

(খ) ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(গ) কোন আফগান শাসকের কাছে পরাস্থ হয়ে হুমায়ুন ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন ?

(ঘ) আকবর যে সর্বধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা তাঁর কোন কাজ থেকে বোঝা যায় ?

২। বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দগুলির সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ ১ × ৭

আকবর ছিলেন ————, ———— ও ———— শাসক। নিজে মুসলমান হলেও তিনি ছিলেন। কবি, ঐতিহাসিক ————, সুগায়ক তাঁর রাজসভায় মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন।

(ফৈজী, মহানুভব, আবুলফজল, ধর্মনিরপেক্ষ, দূরদর্শী, তানসেন, প্রজাহিতৈষী)

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ৫ × ৩

(ক) আকবরের হিন্দু ও রাজপুত নীতির পরিচয় দাও।

(খ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পাঁচটি কারণ উল্লেখ কর (ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই)

(গ) মুঘল রাজতন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ ১×৩

ক) ডুপ্লে কে ?

খ) কোন্ যুদ্ধে ইংরাজদের কাছে ফরাসিদের পরাজয়ের ফলে ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন বিলীন হয় ?

গ) কত খ্রিষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে ?

২। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক শব্দ বেছে শন্যস্থান পূরণ কর ঃ— ১×৫

টিপুর পক্ষে —————————— নীতি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই কারণে প্রথমেই তিনি রাজধানী ——————— কে সুরক্ষিত করেন। এরপর সামরিক সাহায্য লাভের আশায় ————, ——————, ——————— প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

(মরিশাস, শ্রীরঙ্গাপট্টম, তুরস্ক, অধীনতামূলক মিত্রতা, ফ্রান্স)

৩। অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ (অনধিক ৩টি বাক্যে) ২×২

ক) বাংলার নবাবের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানির বিরোধের একটি কারণ উল্লেখ কর।

খ) নবাব সিরাজ কেন কলকাতা দখল করেন ?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ (অনধিক ৫টি বাক্যে) ৩×২

ক) মিরকাশিম যে স্বাধীনচেতা নবাব ছিলেন তার দৃষ্টান্ত দাও ?

খ) দেওয়ানি কি ? কোম্পানির দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব কি ?

এই পারস্পরিক স্বার্থেই ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

উপকরণ ঃ (১) চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে হবে কিভাবে ইওরোপীয় বণিকরা মুঘল দরবারে এসে অতিথির মর্যাদা লাভ করছেন ও নানা সুযোগসুবিধা লাভ করছেন (ফারুখশিয়রের ফরমান)।

(২) একটি সময় সারণির মাধ্যমে (১৭১৭, ১৭৫৭, ১৭৬১, ১৭৬৫, ১৭৯৯, ১৮০৯, ১৮১৬, ১৮১৮) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির ক্রয় বিস্তারের চিত্রটি শিক্ষক দেখাবেন।

(৩) অন্য একটি সময় সারণির মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহগুলিকে চিহ্নিতকরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ পাশ্চাত্যের বৈপ্লবিক জগত এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ

উদ্দেশ্য ঃ অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদের যুগে স্বাধীনতালাভের স্পৃহা তীব্র হয় এবং শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষ যুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজকে পরিচালনা করার সাহস অর্জন করে। ফলে একদিকে

(১) আমেরিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেখানে ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় ;

(২) অন্যদিকে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি কিভাবে যুক্তিবাদের বিকাশ এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করে এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণালাভে সাহায্য করবেন।

(৩) আবার কোনো কোনো দেশের শাসকরা স্বৈরাচারী হয়েও প্রজাকল্যাণকর সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা বজায় রাখেন।

অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদের যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ত্রিমুখী প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

ক) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে।

খ) ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব ঃ শিল্পায়নের মধ্যে দিয়ে ইংলন্ডে সামন্ততন্ত্রের অবসান হল, ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটল এবং ইংলন্ডের শিল্পপণ্য বিশ্বের বাজার দখল করল।

গ) ফরাসি বিপ্লব ঃ ফরাসি বিপ্লবের কারণগুলি বোঝাতে গিয়ে শিক্ষককে বলতে হবে যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য থাকলেই বিপ্লব হয় না। দুঃখকষ্ট থেকে ফরাসি জনগণের পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করেছিলেন ফরাসি দার্শনিকরা। দার্শনিকদের প্রভাব, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুধে আমেরিকার স্বাধীনতাযুধের প্রভাব এবং ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব ফরাসি জনগণকে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে একটি সামগ্রিক ধারণা দেবেন।

ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তিনটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে ঃ

(১) রাজতন্ত্রকে রক্ষা করেই রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা — (১৭৮৯-১৭৯৯ খ্রিঃ) (মিরাবোর নেতৃত্ব)

(২) ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির ফরাসি রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে ফ্রান্সের বিরুধে যুধ ঘোষণা — ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান — প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা — (১৭৯২-৯৫ খ্রিঃ)

(৩) ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের অবসান এবং জাতীয়সভার পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে ডাইরেক্টার শাসনের প্রতিষ্ঠা (১৭৯৫-১৭৯৯খ্রিঃ)

এই ডাইরেক্টারির অন্যতম সদস্য নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নিজ দক্ষতাবলে প্রথমে কনসাল ও পরে ফ্রান্সের সম্রাট (Emperor) হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।

নেপোলিয়নকেই আধুনিক ফ্রান্সের জনক বলা যায়, কারণ তাঁর সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্স তার পশ্চাৎপদতার দ্রুত অবসান ঘটিয়ে আধুনিক ফরাসি দেশের সূচনা ঘটাল।

নেপোলিয়নের বিরুধে ইওরোপীয় শক্তিগুলির যুধ ঘোষণা ও নেপোলিয়নের পতন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা শিক্ষার্থীকে দিতে হবে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ঃ (১) ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী ফ্রান্সের বাইরে সমগ্র ইউরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়।

(২) রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই ধারণার অবসান ঘটলো।

(৩) সামন্তপ্রথা, স্বৈরশাসন ও সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হল।

উপকরণ ঃ চিত্র — (ক) মানচিত্র (আমেরিকা) ১৩টি উপনিবেশ চিহ্নিতকরণ —

(খ) প্রাক ফরাসি বিপ্লবযুগে সমাজের শ্রেণিবিভাগ চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখানো —

(গ) শিল্পবিপ্লবের পর কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক এবং তার পাশাপাশি সামাজিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাদের দূরবস্থার (বাসস্থান, বস্তি) ছবি।

(ঘ) উৎপাদনকারী দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে উপনিবেশের সম্পদ শোষণ করে (কাঁচামাল আমদানি করছে, উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করছে — উপনিবেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব বাড়ছে) চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ (ঘ) উনিশ শতকের ইউরোপে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ও জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান

ফরাসি বিপ্লব প্রসূত স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর উন্নত চেতনা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল ভাবধারা সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যা স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে ছিল, তা প্রগতিশীল ভাবধারা প্রতিহত করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। শিক্ষক এই প্রসঙ্গো কেবলমাত্র উল্লেখ করবেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভিয়েনা সম্মেলনে ন্যায্য অধিকার নীতি প্রতিষ্ঠার আড়ালে ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে — বিশেষত অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখের দমনমূলক নীতির উল্লেখ করবেন। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল ভাবধারায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দেখা দেয়।

এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, ইতালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলন সম্পর্কে একটি ধারণা দেবেন। (প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল শক্তি বলতে কি বুঝায় অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীর পক্ষে তা বোঝা খুব সহজ নয় — তাই শিক্ষককে খুব সহজ করে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।)

১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষক যে বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন, তা হল —

১) ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান না ঘটলেও বংশানুক্রমিক রাজবংশের অবসান ঘটানো হয়।

২) পরবর্তীকালে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু পরে রাজতন্ত্রেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল।

মাৎসিনির প্রেরণা, কাভুরের কূটকৌশল, গ্যারিবল্ডির বীরত্ব ও ভিক্টর ইমান্যুয়েলের মহাপ্রাণতা কিভাবে ইতালির ঐক্যলাভে সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেবেন।

জার্মানিকে ঐক্যবধ্ধ করার ক্ষেত্রে বিসমার্ক প্রশিয়ার সামরিক শক্তিবৃধ্ধি করেন এবং শক্তিশালী প্রশিয়ার নেতৃত্বে পরবর্তীকালে তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানিকে ঐক্যবধ্ধ করেন।

ইতালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

(ঙ) শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতি ও শ্রমিক শ্রেণির উত্থান — সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সূত্রপাত

উদ্দেশ্য ঃ ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে শিল্পায়ন দেখা দিল — তার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন হল। ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটল, ভূমিদাসরা কারখানার মজুরে পরিণত হয়ে ইউরোপে শ্রমিক শ্রেণি নামে এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হল। মধ্যযুগের ভূমিদাসদের সামাজিক অবস্থান (সামন্তপ্রভুআশ্রিত ভূমিদাসরা ছিল সম্পূর্ণ পরাধীন, এমনকি তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলেই ছিল প্রভুর আশ্রিত) এবং শিল্পায়নের যুগে শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক অবস্থান (শ্রমিকদের স্বাধীন সত্তা) সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেবেন। শ্রমিকরা কালক্রমে নিজের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিকসংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে।

পরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। জার্মানির কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপকরণ ঃ অষ্টাদশ শতকের ইওরোপ বিপ্লবের যুগ এই ধারণাটি দেবার জন্য শিক্ষার্থীদের একটি উপযুক্ত ছবি দেখাতে হবে।

(২) স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর বিমূর্ত ধারণাটি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে — (যেমন উষাকালে অন্ধকার ঘরের মধ্যে সূর্যরশ্মি ঢুকছে — রশ্মিচ্ছটার মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী লেখা রইল, আর একটি শেকলপরা হাতযুক্ত মানুষ বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে মানুষটির তলায় লেখা — Man is born free but everywhere he is in chains.)

সপ্তম অধ্যায় ঃ ভারত ও চিন-জাপান

ক) ইংরেজ শাসনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ

উদ্দেশ্য ঃ ইংরেজ শাসনে ভারতীয় সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়। রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। দেশে একই মুদ্রা ব্যবস্থা ও একই আইন চালু হয়। এইসব পরিবর্তন যেমন একদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটায় অপরদিকে সমাজের রক্ষণশীল অংশ ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষক এই ধারণা দেবেন যে প্রগতিশীল ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদের দেশের শাসন ও শোষণের স্বার্থে যেসব সংস্কার সাধন করে, তার ফলে রক্ষণশীল সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এরই প্রভাবে সমাজসংস্কার ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের চরম শোষণমূলক নীতির ফলে একদিকে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হচ্ছে, — অন্যদিকে ইংলন্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতের বাজার দখল করে নিচ্ছে। ফলে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বাড়ল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এক বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা দেবেন।

এই বিদ্রোহের ফলে একদিকে কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটল ; অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনের (Home Govt.) সূচনা হল।

সমাজসংস্কার ও জাতীয়তাবাদ

ঊনবিংশ শতকে ইংরেজদের সমাজসংস্কারমূলক কার্যাদি, বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ফলে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে সংস্কারমূলক আন্দোলনের সূচনা হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সৈয়দ আহ্মদ খাঁ-র অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

ইংরেজ আমলের অর্থনৈতিক শোষণ, বিশ্বের তৎকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও সমাজসংস্কারের প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা দেয় এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

ভারতীয়রা নিজের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা ও তার প্রতিকারকল্পে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলে। জাতীয় কংগ্রেস গঠনের উদ্দেশ্য ও ১৮৮৫-১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।

স্বদেশীযুগ

উদ্দেশ্য ঃ বিংশ শতকের গোড়ায় ভারতের পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও বাংলায় বিশিষ্ট কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতা কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনমূলক নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং কংগ্রেসের মধ্যে মতপার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে এই মতপার্থক্য মতবিরোধে পরিণত হয়। পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রে তিলক ও বাংলায় বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে

যে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় তার প্রতিফলন ঘটে মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে 'গণপতি' ও 'শিবাজী উৎসব', বাংলায় বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে এবং পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়ের স্বদেশপ্রেমের জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কিছু গতানুগতিক আবেদন নিবেদনের নীতিই অনুসৃত হয়। ফলে চরমপন্থীরাই স্বরাজের ধারণা নিয়ে আসে এবং এই ধারণা থেকেই স্বদেশীযুগের সূচনা। এই সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

উপকরণ ঃ ক) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ - ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ (বঙ্গভঙ্গ) পর্যন্ত একটি সময়সারণি

খ) রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছবি আর্ট পেপারে এঁকে ছবির নীচে তাঁদের যুক্তিবাদের পক্ষে বাণী (বিদ্যাসাগরের নারীজাতির প্রতি মর্যাদাজ্ঞাপক বানী, ফরাসি বিপ্লবের সাফল্যলাভে রামমোহনের আবেগমথিত বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণের — যত মত, তত পথ, বিবেকানন্দের — 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।)

উনিশ শতকের পূর্ব এশিয়া

উদ্দেশ্য ঃ চিন দেশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন চিনদেশকেও ভারতের ন্যায় পিছিয়ে রেখেছিল। এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন।

ইংরেজরাই প্রথম চিনদেশে বাণিজ্য করতে আসে এবং আফিঙের লাভজনক ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই চিনে আইফেনের যুদ্ধ শুরু হয় এবং ক্রমে যুদ্ধে চিন হেরে যায় ও ইংরেজরা চিনের পাঁচটি বন্দর দখল করে।

ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ভারতের মতই চিন দেশকে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছিল — এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেবেন।

(শিক্ষক এই দৃষ্টান্ত দিলে তাদের বোঝার সুবিধা হবে যে ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষে বেনারসের উর্বর ক্ষেত্রে চাষীদের আফিঙ চাষে বাধ্য করছে, আবার সেই আফিঙ চিনে বিক্রি করে মুনাফা লুঠছে এবং চিনের বন্দরগুলি লুঠ করছে অর্থাৎ চিন এবং ভারতের জনগণ কিভাবে একই ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের শিকার হচ্ছে।)

চিন দেশের অভ্যন্তরে এই ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যেসব বিদ্রোহ দেখা দেয় সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষক একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দানে সাহায্য করবেন। কালক্রমে ডঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চিনে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটে।

জাপান

উদ্দেশ্য ঃ জাপানেও সামন্ততান্ত্রিক শাসন চালু ছিল এবং জাপানে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাশ্চাত্যের এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য জাপানে এক শক্তিশালী সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে — এই আন্দোলনকে 'মেইজি' আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই জাপানে সামন্ততন্ত্রের অবসান, পুঁজিবাদের বিকাশ ও পাশ্চাত্যকরণ দেখা দিল। এর ফলে জাপানে যে শিল্পায়নের সূচনা হয় তাই জাপানকে এশিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করে। এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি সম্যক ধারণা দানে সাহায্য করবেন।

উপকরণ ঃ ক) চিনদেশে সামন্তদের দ্বারা জনগণ কিভাবে শোষিত হচ্ছে তার চিত্র।

খ) জাপানে শোগুনের দ্বারা জনগণের শোষণের চিত্র।

অষ্টম অধ্যায় ঃ বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব

ক) সাম্রাজ্যবাদ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ঃ

প্রাচীনকালে রাজারা যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করতেন। কিন্তু আধুনিক যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে পুঁজির বিকাশ ঘটানোর জন্য এবং শিল্প পুঁজি বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন বাজার দখলের উদ্দেশে যে রাষ্ট্র অন্য দেশকে শাসন করে এবং ক্রমে তার স্বাধীনতা হরণ করে (অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক শাসন) তাকেই সাম্রাজ্যবাদ বলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ হল ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটল। আধুনিক শিল্পোৎপাদিত পণ্যের দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্যান্য সমরসজ্জার প্রতিযোগিতা সমগ্র ইওরোপকে একটি বারুদের স্তূপে পরিণত করে এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পরস্পর বিরোধ দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়।

ইওরোপীয় শক্তিগুলির এই স্বার্থগত দ্বন্দ্ব এবং জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। এই ধারণাটি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের মোহভঙ্গ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম মন্দা ও বেকারত্ব দেখা দিল এবং জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তিলক ও অ্যানিবেসান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন বিপ্লববাদী আন্দোলনের নতুন পর্যায়ের সূচনা করে।

রুশ বিপ্লব ঃ রুশ দেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বৈরাচারী জারের শাসন এবং বিদেশী শিল্পপতিদের রুশ দেশে কলকারখানা, খনি দখল করায় রুশ দেশের কৃষক-শ্রমিকদের চরম দুর্দশা, রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের চিন্তা ও ভাবধারা কিভাবে রুশ বিপ্লবের সূচনা করে ও রুশ দেশে প্রথমে সাধারণতন্ত্রী সরকার ও পরে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় — সেই বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণালাভে সাহায্য করবেন।

রুশ দেশের বলশেভিক বিপ্লব জার্মানিতেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করে এবং ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই প্রজাতন্ত্র কিছু সংস্কারমূলক কাজ করে।

খ) ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের নতুন পর্যায় ঃ

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে ত্রিমুখী ধারা লক্ষ করা যায় —

১) চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ থেকে সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলন —

২) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন —

৩) রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট গণ-আন্দোলনের ধারা —

এই তিনটি ধারা এক এক সময়ে এক একটি শক্তিশালী হয়েছে — কখনও বা এই তিনটি ধারা মিলিতভাবে বিশাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এই সামগ্রিক ধারণাটি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষে চরম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের রাওলাট আইনের দমননীতি ও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড, তুরস্কের ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের খিলাফত আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষে প্রথম গণভিত্তিক আন্দোলন। এই আন্দোলনই গান্ধীজীকে জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। অসহযোগ আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি সহজ ধারণা দেবেন।

শিক্ষক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী উল্লেখ করবেন এবং চৌরিচৌরা আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কি পরিস্থিতি উদ্ভব হয় তা সংক্ষেপে বলবেন।

বিপ্লববাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং শ্রমিক-কৃষকের সংগঠিত আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণ আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ডান্ডি অভিযানের তাৎপর্য, গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিত এবং জাতীয় আন্দোলনের স্তিমিত গতিকে কেন্দ্র করে জনগণের হতাশাকে শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন।

ভারতছাড় আন্দোলন

ভারতছাড় আন্দোলনের কারণ, প্রসারও গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণালাভে সাহায্য করবেন।

গ) চিনের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমি

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ যেমন স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং নানা গুপ্ত সমিতির মধ্য দিয়ে যেমন সহিংস ও অহিংস আন্দোলন চলছিল — চিন দেশেও তেমনি মাঞ্চু শাসনের অপদার্থতা, বিদেশীদের শোষণ, জনগণের সীমাহীন দারিদ্র্য থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ডঃ সান-ইয়াৎ-সেনের ভূমিকা ও অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। এক্ষেত্রে ভারত ও চিনের জাতীয় আন্দোলনের সাদৃশ্য সম্বন্ধে তিনি শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুধের পটভূমি ঃ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ

বিশ্বে এইসময় দুটি প্রধান দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে দেশগুলি বিশ্বের বাজার দখল করেছে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে তা আর এক বিশ্বযুধের ভয়াবহতা সৃষ্টি করে। সাম্যবাদী শক্তির শাসনে থাকা বিশ্বের বিভিন্ন উপনিবেশগুলির সাধারণ মানুষের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে।

ভার্সাই চুক্তির মধ্যে জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদ ও নাৎসিবাদের বীজ লুকিয়ে ছিল। কাঁচামাল, বাজার ও মানবসম্পদ দখল এবং রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃধি নিয়ে নতুন লড়াই-এর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় বিশ্বযুধের পটভূমি তৈরি হল — এবং এভাবেই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উদ্ভব ঘটল। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণালাভে সাহায্য করবেন। অর্থনৈতিক সঙ্কট, দারিদ্র্য, অভাব-অনটন যখন গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করে এবং সেই অবস্থায় যদি দেশের গণতান্ত্রিক দলগুলি ঐক্যবধ হতে না পারে তখনই একনায়কতন্ত্রের বিপদ দেখা দেয় এবং তার ভিত্তিতেই দেশে ফ্যাসিবাদ আসে। ইতালি ও জার্মানিতে যে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয় তার সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি (দুটি ক্ষেত্রেই আর্থিক দুর্দশা, বেকারত্ব ছিল কিন্তু বৈসাদৃশ্য হল মুসোলিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন, কিন্তু হিটলার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতালাভ করেন) শিক্ষক তাদের বুঝিয়ে বলবেন।

জাপানের সমরবাদ

জাপানে আগ্রাসন নীতি ও জঙ্গীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের সঙ্গো তার যোগাযোগে বিশ্বের পরিবেশকে আরও অগ্নিগর্ভ রূপ দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুধের পটভূমিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের নবপর্যায়ে আন্দোলন ক্রমশ সশস্ত্র রূপ নিচ্ছে — এই প্রসঙ্গো সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান ও নৌবিদ্রোহ গণ-আন্দোলনকে গণ-

অভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় না দেখে (কারণ আন্তর্জাতিক চাপও ছিল প্রবল) ইংরাজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের চিন্তা-ভাবনা করে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ভারত দ্বিধাবিভক্ত হলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হল — ভারত ও পাকিস্থান।

চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঃ এই সময়ে চিন দেশেও মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

উপকরণ ঃ ক) মানচিত্রে চিনের বিভিন্ন বন্দর চিহ্নিতকরণ।

খ) মানচিত্রে জাপানের বিভিন্ন বন্দর চিহ্নিতকরণ — যেগুলি বিদেশীরা লুণ্ঠন করেছে।

গ) সান-ইয়াৎ-সেনের ছবি ও তার নিচে তাঁর তিনটি নীতির উল্লেখ (গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র)

ঘ) মাও-সে-তুং-এর ছবি ও তাঁর বাণী এবং লং মার্চের ছবি।

প্রশ্নের ধরন ও মান

প্রশ্নের ধরন — ১) বিষয়মুখী — ১ × ২০ = ২০

জ্ঞান, বোধমূলক, সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ক) দু'এককথায় উত্তর — ৫

খ) শূন্যস্থান পূরণ — ৫

গ) সঠিক উত্তর✓চিহ্ন — ৫

ঘ) সঠিক উত্তর খুঁজে মিলিয়ে লেখা — ৫

} ২০

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ১৩টি — ২ ×১৩ = ২৬

সর্বাধিক ৩টি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৮টি — ৩×৮=২৪

সর্বাধিক ৫টি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন — ৪টি — ৫×৪=২০

সর্বাধিক ৭/৮টি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে।

।। নমুনা প্রশ্নপত্র ।।

অষ্টম শ্রেণি

পূর্ণমান - ৯০

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ ১×৫=৫

ক) কোন্ শক্তির আক্রমণে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে?

খ) সমুদ্রে দিক নির্ণয় যন্ত্রের নাম কি?

গ) আকবর প্রচারিত ধর্মমতের নাম কি?

ঘ) দ্বৈতশাসনব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?

ঙ) ফরাসি বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের সমাজ মূলত কোন্ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?

২। সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ কর ঃ ১×৫=৫

ক) সামন্ত প্রথার মূল ভিত্তি ছিল (রাজা, সেনা, ভূমিদাস)।

খ) মেকিয়াভেলি রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম (ইলিয়াড, দি প্রিন্স, ডেকামেরণ)।

গ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন (ওয়ারেন হেস্টিংস, জর্জ ওয়াশিংটন, লর্ড ওয়েলেসলি)

ঘ) নেপোলিয়ন প্রচলিত আইনবিধির নাম (স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, স্বত্ববিলোপ নীতি, কোড নেপোলিয়ন)

ঙ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় — (১৭৮৯ খ্রিঃ, ১৮৮৫ খ্রিঃ, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে।)

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ ১×৫=৫

ক) সারভান্তিস ———— নামক ব্যঙ্গারসাত্মক উপন্যাস রচনা করেন।

খ) রাফায়েলের আঁকা ——— ছবি জগতে এক অমূল্য সম্পদ।

গ) আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত গায়ক ছিলেন ———।

ঘ) পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয় ———খ্রিষ্টাব্দে।

ঙ) কার্লমার্কস রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম ————।

৪। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ সাজাও ঃ ১×৫=৫

ক	খ
ক) বার্থেলোমিউ দিয়াজ	অ) সতীদাহ প্রথা
খ) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি	আ) রেগুলেটিং অ্যাক্ট
গ) বাবর	ই) ঝড়ের অন্তরীপ
ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস	ঈ) মোনালিসা
ঙ) রাজা রামমোহন রায়	উ) পানিপথের ১ম যুদ্ধ

৫। নিচের প্রশ্নগুলির অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ (সর্বাধিক **৩টি বাক্যে**) ২×১৩=২৬

ক) পর্যায়ক্রমিক কৃষি ব্যবস্থা কি?

খ) 'নবজাগরণ' বলতে কি বোঝ?

গ) ইতালির শহরগুলি যুক্তিবাদী চিন্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল কেন?

ঘ) 'ওয়ার্মসের' ধর্মসভায় মার্টিন লুথার কি বলেছিলেন?

ঙ) 'হেনরি দি নেভিগেটার' বিখ্যাত কেন?

চ) যুক্তিবাদের যুগ বলতে কি বোঝ?

ছ) ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে সমকালীন দার্শনিকদের প্রভাব কি ছিল?

জ) শ্রমিক শ্রেণির উত্থান কিভাবে ঘটে?

ঝ) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের সামাজিক কারণগুলি কি?

ঞ) সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কি ছিল?

ট) 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী' কাদের বলা হত?

ঠ) রাওলাট আইন কি?

ড) অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি কি ছিল?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ (অনধিক **৫টি বাক্যে**) ৩×৮=২৪

ক) মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

খ) ধনতন্ত্রের উত্থানের কারণ কি?

গ) 'মানবতাবাদ' বলতে কি বোঝ?

ঘ) পোপ ও মার্টিন লুথারের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ কি?

ঙ) ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রধান তিনটি কারণ কি?

চ) 'ফারুকশিয়রের ফরমান' কি?

ছ) 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' বলতে কি বোঝ?

জ) ফরাসি বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল সম্বন্ধে কি জান?

৭। নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও ঃ **(অনধিক ৭/৮টি বাক্যে)** ৫×৪=২০

ক) আধুনিকযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কি জান।

খ) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ কি?

গ) বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি আলোচনা কর।

ভারত ও বিশ্ব

নবম ও দশম শ্রেণি

নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে যে বিষয়গুলি স্মরণে রাখতে হবে ঃ

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাসের যে সব পর্ব শেষ করে এসেছে —

ক) মানবসভ্যতার প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস।

খ) দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সভ্যতার বিকাশ বৈশিষ্ট্যসমূহ, পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যসমূহ সাধারণভাবে তাদের ধারণায় আছে।

গ) বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্য দেশগুলির মধ্যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ অন্যতম। ভারতবর্ষের সঙ্গো প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিক্ষা, সঙ্গীত ও শিল্পচর্চায় ভারতবর্ষ চিন্তার জগতকে সমৃদ্ধ করেছে।

ঘ) মধ্যযুগের শেষ দিক থেকে ইওরোপে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় যে নবদিগন্তের সূচনা হয় তা ইওরোপকে আধুনিক যুগে এগিয়ে দেয়।

বিশেষত পুঁজির বিকাশ বা পুঁজিতন্ত্র ইওরোপে চিন্তা-চেতনা, শিল্প-সাহিত্যের জগত ছাড়িয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে উন্নতি বয়ে আনে, তা কালক্রমে শিল্প বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যায়। ইওরোপের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি জলপথে নতুন নতুন বাণিজ্যপথ খুঁজে বের করে। পুরাতন বিশ্বের অভাবনীয় প্রসার বিশ্বসভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচিত করে।

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে ভারতবর্ষের সভ্যতার গতানুগতিকতার বিপরীত ইওরোপীয় সভ্যতার গতিশীলতার ধারণা লাভ করেছে।

তারা ঔপনিবেশিক সভ্যতারও ধারণা লাভ করেছে। ইওরোপীয় শক্তির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তন, চিন, জাপান প্রভৃতি এশিয়ার দেশের পরিবর্তনকে তারা প্রত্যক্ষ করেছে। তেমনি ইওরোপে বাজার দখলের উন্মত্ততায় বিধ্বংসী যুদ্ধের রাষ্ট্র বিপ্লবের ধারণাও লাভ করেছে। (শিক্ষক যদি ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির ইতিহাসের শিক্ষাদানের সঙ্গো যুক্ত না থাকেন তবে তাঁকে ঐ শ্রেণিগুলির ইতিহাসের বিষয়বস্তু পড়ে নিতে হবে।)

এরই পটভূমিতে শিক্ষক নবম শ্রেণিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস এবং আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব আলোচনা করবেন।

নবম ও দশম শ্রেণির ইতিহাসের যে নতুন পাঠ্যক্রম তাতে প্রাচীন ভারতের যে অংশগুলির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা আছে — তাকে ধরে নিয়েই কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য ভারতের ইতিহাসের অধ্যায়গুলি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। দশম শ্রেণিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় আলোচিত হয়েছে, পাশাপাশি ইওরোপের সমসাময়িক ঘটনাবলীও উল্লেখিত হয়েছে, — অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতাকে শিক্ষার্থী জানতে শিখবে বিশ্ব সভ্যতার পটভূমিতে। এই প্রসঙ্গো মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ কি তা শিক্ষককে জানতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠের লক্ষ

(১) মানবসভ্যতার অতীত ঘটনাবলীর সামগ্রিক ধারণা লাভ।

(২) অতীত ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিচার বিবেচনার সাধারণ দক্ষতা অর্জন।

(৩) মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যসমূহের বৈচিত্র্য জাতিসত্তা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানলাভ।

(৪) সভ্যতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সৃষ্টি ও সংঘাত সম্পর্কে ধারণা লাভ।

(৫) পৃথিবীর নানাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন এবং তার উত্থান-পতন, রূপান্তর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ।

(৬) মানব সমাজে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ এবং শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ।

(৭) সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব — চিন্তাবিদদের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।

(৮) সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলীর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ ও সত্যকে জানার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি।

(৯) ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ী সভ্যতা (বহুত্ববাদ)-র স্বরূপ — রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব এবং এর বিপরীতে ইউরোপীয়, বিশেষত ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের স্বরূপ — আধুনিক ভারতের বিকাশ সম্পর্কে ধারণালাভ।

(১০) আধুনিক বিশ্বে শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার অগ্রগতি — সংকট — যুদ্ধের ভয়াবহতা — বিশ্বশান্তির প্রয়াস — ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলিতে মুক্তিকামী জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ধারণা লাভ।

(১১) মানব সভ্যতার ইতিহাস দেশকালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয় — এই বিশ্বজনীনতাবোধ জাগানো।

মাধ্যমিক প্রশ্নপত্রের এবং নির্দিষ্ট মানের নমুনা

পূর্ণমান — ১০০
লিখিত — ৯০
মৌখিক — ১০

১। প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ — ১০×১=১০

অথবা

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ দু এক কথায় উত্তর দাও ঃ (১০টি) — ১০×১=১০

২। দুই অথবা তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ (১০টি) — ১০×২=২০

৩। সাত-আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (৫টি) — ৫×৪=২০

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ (৫টি) — ৫×৬=৩০

৫। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ (প্রবন্ধমূলক — দশম শ্রেণি) — ১×১০=১০

৬। (বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য — দশমশ্রেণির পাঠ্যাংশ থেকে) — ১×১০=১০
যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ (প্রবন্ধমূলক)

(কেবলমাত্র নবম শ্রেণির প্রশ্নপত্র রচনার ক্ষেত্রে ৫নং প্রশ্নে প্রবন্ধমূলক উত্তরের জন্য একটি প্রশ্ন নবম শ্রেণির পাঠ্যাংশ থেকে দিতে হবে)

নবম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় ঃ ভারতীয় ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব, জনগোষ্ঠী, বিভিন্নতার মধ্যে সমন্বয়বাদী ঐক্য, ইতিহাসের উপাদান।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য, জনসমষ্টির বিভিন্নতা এইসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবার সময়ে শিক্ষককে বলতে হবে যে, পৃথিবীর সব দেশেই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জনসমষ্টি ও ভাষার বিভিন্নতা আছে — (যেমন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইতালি) এবং তা সেই দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে যেসব বিদেশী ইতিহাসবিদ ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁরা ভারতের বিভিন্নতার দিকটির উপরই প্রাধান্য দিয়েছেন, উদ্দেশ্য এই ছিল যে ভারতবর্ষের জাতিসত্তাকে অস্বীকার করা এবং অনৈক্যকে তুলে ধরা।

শিক্ষার্থীদের কাছে ভারতীয় ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে জানাতে হবে যে ভারতীয় ঐক্যবোধ ইওরোপীয় রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা থেকে অনেক গভীর ও ব্যাপক — সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের এক গভীর দার্শনিক চেতনায় সম্পন্ন ভারতীয় ঐক্য। শিক্ষককে সমগ্র বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে ও সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলি সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

উপকরণ ঃ ক) এভাবে ছক কেটে দেখালে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে এবং মনে রাখাও সহজ হবে ঃ
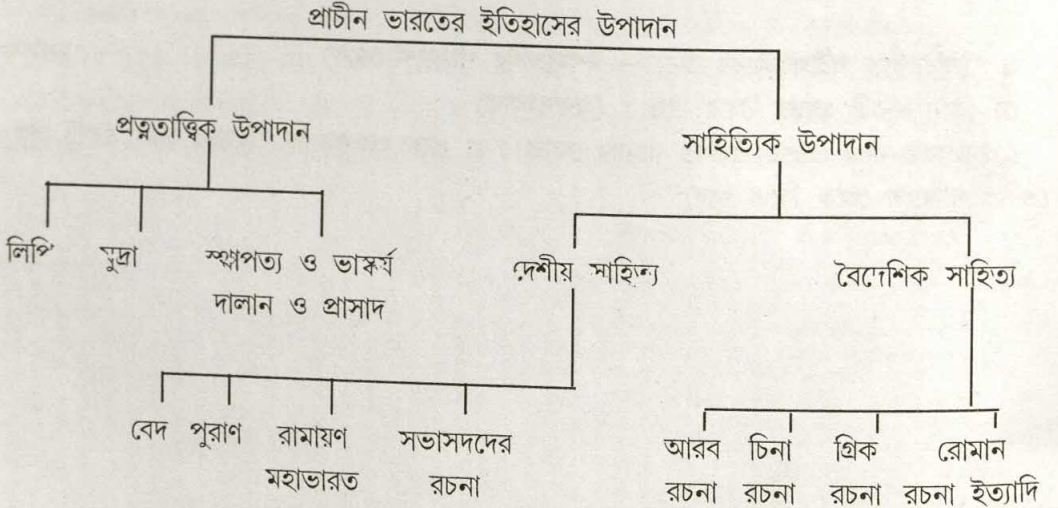
খ) ভারতীয় যাদুঘরে (কলকাতায়) এবং স্থানীয় শহরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে গিয়ে লিপি, মুদ্রা, দলিল-দস্তাবেজ এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখাতে হবে।

গ) মানচিত্র : ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক মানচিত্র

প্রশ্নপত্রের নমুনা : প্রথম অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) 'অর্থশাস্ত্রের' রচয়িতা কে ? ১

খ) কোন দেশকে 'নৃতত্ত্বের যাদুঘর' বলা হয় ? ১

গ) 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'তে কোন রাজার সামরিক কীর্তি বর্ণিত আছে ? ১

২। দু-তিন বাক্যে উত্তর লেখ ঃ

ক) ভারতবর্ষকে কেন বৈচিত্র্যের লীলাভূমি বলা হয় ? ২

খ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় মুদ্রার গুরুত্ব কি ? ২

৩। সাত/আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ভারতের ইতিহাসের উপর হিমালয় পর্বতের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। ৪

অথবা

ভারতের ইতিহাসের উপর নদনদীর প্রভাব সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ৪

৪। ভারতকে 'বিশ্বের সারাংশ' বলা হয় কেন ? বিভিন্নতার মধ্যে ভারতবর্ষে সমন্বয়ের আদর্শ কিভাবে গড়ে উঠেছে ? ২+৪

অথবা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে লিপির গুরুত্ব কি ? ভারতের বাইরে আবিষ্কৃত কোন কোন লিপি থেকে আমরা ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা জানতে পারি ? ৪+২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তন ঃ (ক ও খ)

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের ধারণা দেবার জন্য শিক্ষক প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা এবং পরবর্তীকালে বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ, এদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সমসাময়িক সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

প্রশ্নপত্র রচনার সময় শিক্ষক এই সভ্যতাগুলির তুলনামূলক ধারণাটিকেই গুরুত্ব দেবেন, কোনো একটি সভ্যতার বিস্তারিত জ্ঞানলাভ নিষ্প্রয়োজন। হরপ্পা সভ্যতা যত উন্নত ধরনেরই হোক, নাগরিক সভ্যতার সুবিধাগুলি কিন্তু দাসরা ভোগ করতে পারত না — তারা শহরের বাইরেই থাকত। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে যেন এই বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারেন।

আর্যসভ্যতা পড়ানোর সময় আর্য ও দাসদের (অনার্য) সংঘাত এবং সমাজে নতুন বর্ণবিন্যাসের চিত্র সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন। এর সঙ্গে যে সামাজিক বৈষম্য ছিল তার উপরেও গুরুত্ব দেবেন।

গ) প্রতিবাদী আন্দোলন ঃ

প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণসমূহ, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মূল শিক্ষা ও সমাজে তার প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা লাভে সাহায্য করবেন। প্রসঙ্গত শিক্ষককে বলতে হবে যে জৈন ও বৌদ্ধ, এই উভয় ধর্মেই মানবিক মূল্যবোধগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং হীন প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করার জন্য 'মঝঝিম পন্থা' অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন যুগে রাজন্যবর্গ যখন যে ধর্ম গ্রহণ করেছেন বা যে ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সেই যুগে সেই ধর্ম প্রসারলাভ করেছে — (যেমন মৌর্যযুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, আবার গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এসেছে।)

উপকরণ ঃ

১। মানচিত্র (প্রাক হরপ্পা এবং হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি চিহ্নিত)।

২। হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া নিদর্শনসমূহের চার্ট।

৩। হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার অবস্থান সম্বলিত মানচিত্র। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষাগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য নির্দেশ করে চিত্রসহ চার্ট।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : দ্বিতীয় অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও :

ক) মেহেড়গড় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় ? ১

খ) বেদকে কেন 'শ্রুতি' বলা হয় ? ১

গ) বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের অর্থ কি ? ১

২। দু-তিন বাক্যে উত্তর দাও :

ক) উপনিষদ কি ? উপনিষদকে বেদান্ত বলার কারণ কি ? ১+১

খ) আর্যসত্য বলতে কী বোঝ ? ২

গ) হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের দুটি কারণ লেখ। ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর লেখ :

হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি ? ৪

অথবা

প্রাচীন ভারতে নগরের উত্থান কিভাবে হয়েছিল ? ৪

৪। হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার প্রধান তিনটি পার্থক্য উল্লেখ কর। ৩+৩

অথবা

প্রতিবাদী আন্দোলন বলতে কি বোঝ ? এই আন্দোলনের চারটি কারণ উল্লেখ কর। ২+৪

তৃতীয় অধ্যায়

রাজশক্তির উত্থান

রাজশক্তির উত্থান, রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ, মগধের উত্থান, মগধকে কেন্দ্র করে মৌর্য রাজবংশের উত্থান, অশোক, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন — এই বিষয়গুলি পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক তিনটি লক্ষকে সামনে রাখবেন ঃ

ক) যে যুগে রাজশক্তির উত্থান ঘটছে, — সেই যুগের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বলতে হবে।

খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উপর অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্যগুলির আধিপত্য লাভের প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী রাজ্যের প্রাধান্য লাভ ; আবার এই সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ঐক্যের ধারণা গড়ে উঠেছে।

গ) রাজশক্তির ভিত্তিই ছিল সামরিক শক্তি, অশোকের শাসনকালও এর ব্যতিক্রম ছিল না — যদিও কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি যুদ্ধ নীতি ত্যাগ করে প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারা রাজ্যজয়ের নীতি গ্রহণ করেন, যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

অশোকের 'ধম্ম'-কে বৌদ্ধধর্মের মূল অনুশাসনগুলির সমপর্যায়ভুক্ত করা ঠিক হবে না। অশোকের 'ধম্ম' ছিল মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পরধর্মসহিষ্ণুতার আচরণবিধি — সেই যুগে মানবিক আচরণবিধি নিয়ে রাজ্য বিস্তারের আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা।

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে,— এদের মধ্যে ব্যাকট্রিয় গ্রিক, শক, কুষাণ ও পহ্লবদের আধিপত্য ঘটে। পরবর্তীকালে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটে। এই যুগে সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। কুষাণ যুগে ভারতবর্ষের সমন্বয়ী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, এইসময় গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে গান্ধারশিল্পের বিকাশ ঘটে।

মৌর্যোত্তর যুগে কণিষ্কের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে যেমন একটি রাজনৈতিক ঐক্য প্রয়াস দেখা দেয়, তেমনি দক্ষিণ ভারতেও সাতবাহন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে উত্তর ভারতে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে রাজ্য জয় করলেও, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির কাছ থেকে করদ রাজ্য হিসেবে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে রাজন্যবর্গকে নিজ নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দেন। সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেন।

উপকরণ ঃ ১। মানচিত্রে ষোড়শ মহাজনপদের অবস্থান দেখাতে হবে।

২। মানচিত্রে অশোকের সাম্রাজ্য

৩। কাগজের মণ্ড দিয়ে সারনাথের বৌদ্ধস্তম্ভ ও সাঁচিস্তূপ তৈরী করানো যেতে পারে।

৪। মানচিত্রে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি।

প্রশ্নপত্রের নমুনা ঃ তৃতীয় অধ্যায়

১। দু-এককথায় উত্তর দাও ঃ

ক) যোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কোন মহাজনপদ ভারতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিল ? ১

খ) অশোকের শিলালিপির সর্বপ্রথম পাঠোদ্ধার করেন কে ? ১

গ) নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? ১

ঘ) কোন লিপি থেকে আমরা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে পারি ? ১

২। দুই অথবা তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) মগধের উত্থানের দুটি কারণ উল্লেখ কর। ২

খ) কণিষ্কের শিল্পপ্রীতি সম্বন্ধে কি জান ? ২

গ) দক্ষিণভারত অভিযানে সমুদ্রগুপ্ত কী নীতি গ্রহণ করেছিলেন ? কেন ? ১+১

৩। সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) অশোকের 'ধর্ম্মের' স্বরূপ কিরূপ ছিল ? ৪

অথবা

বিশ্ব ইতিহাসে অশোকের স্থান নিরূপণ কর।

খ) ভারতের ইতিহাসে সাতবাহনদের রাজত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ কেন ? ৪

অথবা

কুষাণযুগের গুরুত্ব নিরূপণ কর।

৪। ক) 'বিহারযাত্রা' কি ? বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ? ২+৪

অথবা

সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত অভিযানে কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন ? শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁর অবদান কি ? ২+৪

চতুর্থ অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও আঞ্চলিক শক্তির আত্মপ্রকাশ

ভারতবর্ষের গুপ্ত রাজশক্তির অবক্ষয়ের গুরুত্বটি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলবেন। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার ফলে ছোট ছোট সামন্ত রাজাদের উদ্ভব ঘটে, ক্রমে তাদের প্রাধান্য ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে বিদেশী আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। পতনের অন্যান্য কারণগুলিও শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন।

আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে উঠতে পারেনি। সামন্ত রাজাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের সর্বস্তরে অসন্তোষ ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় — যেমন বাংলায় শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশত বছর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলে।

উপকরণ ঃ মানচিত্রে সামন্ত রাজ্যগুলির অবস্থান নির্দেশ করতে হবে।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : চতুর্থ অধ্যায়

১। **দু-এক শব্দে উত্তর দাও ঃ**

ক) গুপ্ত বংশের শেষ শক্তিশালী রাজার নাম কি ? ১

খ) শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ? ১

গ) হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতের কোন রাজার কাছে পরাস্ত হন ? ১

২। **দুই অথবা তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

ক) 'ত্রি-শক্তি সংগ্রাম' বলতে কি বোঝ ? ২

খ) দ্বিতীয় পুলকেশী কোন বংশের রাজা ছিলেন ? দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারে তাঁর ভূমিকা কি ? ১+১

গ) কনৌজ দখলের সংগ্রাম কিভাবে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ঐক্য প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ? ২

৩। **টীকা লেখ ঃ** গুপ্তযুগে হুণ আক্রমণ ৪

অথবা

টীকা লেখ ঃ ত্রিশক্তি সংগ্রাম

৪। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের চারটি কারণ উল্লেখ কর। হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে বিবাদের কারণ কি ? ৪+২

অথবা

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি সঙ্কট দেখা দেয় ? উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় পাল বংশের ভূমিকা কি ছিল ? ২+৪

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের সামাজিক রূপান্তর ঃ (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতক ১২শ খ্রিঃ পর্যন্ত)

হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক আর্য সভ্যতার ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা এই দুটি প্রাচীন সভ্যতার মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জেনেছি। ষোড়শ মহাজনপদের পরবর্তীকালে মগধের উত্থানের সময় থেকে ইতিহাস চর্চা মূলত রাজবংশভিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিভিন্ন রাজশক্তির নেতৃত্বে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে এই যুগের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থাটির উপরে যদি সমান গুরুত্ব না দেওয়া হয় তবে ইতিহাস চর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ব্যাপারে শিক্ষকের সমকালীন শিল্পসংস্কৃতি, অর্থনীতির কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। (রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা, সুকুমারী ভট্টাচার্য ইত্যাদি) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এই ইতিহাসবিদদের গ্রন্থগুলি রাখা দরকার।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : পঞ্চম অধ্যায়

১। দু-এক শব্দে উত্তর দাও ঃ

ক) মৌর্যযুগে অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কি ছিল? ১

খ) পালযুগের একজন উল্লেখযোগ্য ভাস্করের নাম লেখ। ১

গ) বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ কী ভাষায় রচিত? ১

২। দুই অথবা তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) গান্ধারশিল্প' সম্বন্ধে কি জান? ২

খ) মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিদেশিরা কিভাবে গ্রহণ করেছিল? ১+১

গ) গুপ্তযুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান? ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) পরবতী বৈদিক যুগে সমাজে নারীর মর্যাদা ও স্থান কেমন ছিল? ৪

অথবা

খ্রীষ্টপূর্ব ঋকবৈদিক যুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চা ও রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে কি জান? ৪

খ) গুপ্তযুগের বিজ্ঞানচর্চা ৪

অথবা

টীকা লেখ ঃ গুপ্ত যুগের বিজ্ঞানচর্চা। ৪

৪। বৈদিকোত্তর যুগে সমাজ ও অর্থনীতিতে কি পরিবর্তন ঘটে? ৩+৩

অথবা

কোন সময় থেকে ভারতে সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটে? এই উদ্ভবের চারটি কারণ উল্লেখ কর। ২+৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক) ইসলাম ও ভারতবর্ষ — সুলতানী যুগের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস

হজরত মহম্মদের সময় থেকেই আরববাসীদের একেশ্বরবাদের মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে খলিফাদের রাজত্বকালে ইসলাম সাম্রাজ্য বিস্তার, ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্যিক প্রসারের পাশাপাশি রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস পাঠকালে ইসলাম সভ্যতার এই উত্থান এবং ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারণা সংক্ষেপে হলেও শিক্ষার্থীরা পেয়েছে। নবম শ্রেণিতে আর একটু বিস্তারিতভাবে ভারতে বিভিন্ন সুলতানের রাজত্বকালের ইতিহাস সম্বন্ধে তারা পড়বে।

খ) মুঘল যুগ ঃ

অষ্টম শ্রেণিতে মুঘল যুগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পড়েছে। নবম শ্রেণিতে মুঘল শাসকদের রাজত্বকাল, মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মুঘল-রাজপুত সম্পর্কে, মুঘল-মারাঠা সম্পর্কে, মুঘল শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং মুঘল রাজবংশের শেষদিকে আঞ্চলিক বিদ্রোহ কিভাবে মুঘল রাজশক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে তা জানাতে হবে। বিশ্বের সব দেশেই কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটেছে — ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতবর্ষে মুঘল রাজশক্তির অবক্ষয়ের যুগে একদিকে যেমন আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ঘটছে, অন্যদিকে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ভারতবর্ষে নানারকম বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় মুঘল রাজদরবারে প্রবেশ করছে। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

উপকরণ ঃ পৃথক পৃথক মানচিত্রে আলাউদ্দিন খলজি, আকবর এবং ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি চিহ্নিত করতে হবে।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : ষষ্ঠ অধ্যায়

১। দু-এককথায় উত্তর দাও ঃ

ক) ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ) সুলতানি যুগে কোন বিদেশি শক্তি বারবার ভারত আক্রমণ করেছিল? ১

গ) আলাউদ্দীন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? ১

ঘ) কোন ঘটনার ফলে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়? ১

২। দুই বা তিনবাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) গজনীর সুলতান মামুদ কোন বছর প্রথম ভারত আক্রমণ করেন? এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কী ছিল? ১+১

খ) মনসবদারি প্রথা কি? ২

গ) ঔরঙ্গাজেবের রাজত্বকালে দুটি আঞ্চলিক বিদ্রোহের পরিচয় দাও। ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) রাজশক্তির সুদৃঢ়করণে বিদ্রোহ দমনের জন্য আলাউদ্দীন খলজি কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন? ৪

অথবা

আলাউদ্দীন খলজির রাজস্বব্যবস্থা এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? ২+২

খ) আকবরের রাজপুত নীতি সম্পর্কে কি জান? ৪

অথবা

মোগল আমলে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা ও সংহতি কিরূপ ছিল? ৩+১

৪। ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সুলতানি শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা কতদূর যুক্তিযুক্ত? ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর সুলতানি শাসন সুদৃঢ়করণে রাজিয়ার ভূমিকা কি ছিল? ৪+২

অথবা

সিংহাসনে আরোহণের পর গিয়াসউদ্দীন বলবনের সামনে প্রধান সমস্যাগুলি কি ছিল? এই ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা কি ছিল? ২+৪

সপ্তম অধ্যায়

সুলতানী ও মুঘল যুগে ভারতের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি

বৈদিকযুগে আমরা দেখেছি উচ্চবর্ণের প্রাধান্য কিভাবে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষকে সবরকমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে ও তাদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে। ধর্মের নামে তাদের এই আধিপত্যবাদ সমাজজীবনে এক কঠোর অনুশাসনরূপে নিম্নবর্ণের মানুষ অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। মুঘলযুগেও রাজদরবারে উচ্চশ্রেণির মানুষরাই মর্যাদালাভ করেছেন। আবার মুসলিম সমাজে (সুলতানী ও মুঘলযুগে) সাধারণ মুসলিমদের উপর সুন্নি উলেমারা অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়েছে। ফলে উৎপীড়িত মানুষ প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানব প্রেম বা মানবতাবাদের মধ্যেই মুক্তির পথের সন্ধান করেছে।

প্রায় শতাধিক বছরব্যাপী ভক্তিবাদী ও সুফিবাদী আন্দোলনের একটি ধারা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। ভক্তিবাদী ও সুফিবাদী ধর্মপ্রচারকরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও তাঁদের মূল লক্ষ ছিল মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা। এঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁদের মতাদর্শের প্রভাব সমাজের সাধারণ মানুষের মনে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। ভক্তিবাদী ও সুফিবাদী সাধকরা — উভয়েই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেছেন। সাধকরা জাতিভেদপ্রথা ও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এঁরা অত্যাচারিত হলেও তার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করেননি ; বরং ভারতের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতিকেই পুষ্ট করেছেন।

উপকরণ ঃ ১। ভক্তিবাদী ও সুফিবাদীবিশিষ্ট সন্তদের চিত্র।

২। সন্তদের বানী সম্বলিত চার্ট — ভক্তিবাদী ও সুফিবাদী আন্দোলনে ধর্মের মানবিক দিক এবং সমন্বয়বাদী চিন্তার সাদৃশ্য স্পষ্ট করতে হবে।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : সপ্তম অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এমন একজন নরপতির নাম লেখ। ১

খ) আমির খসরু কে ছিলেন? ১

গ) 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

২। দুই তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) সুলতানি ও মোগলযুগে মুসলিম সমাজ ও হিন্দু সমাজের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল কেন? ২

খ) 'দোঁহা' বলতে কি বোঝ? ২

গ) সুলতানি যুগে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার জনপ্রিয়তার কারণ কি? ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) ভক্তিবাদীদের আদর্শ ও চিন্তাধারা কেমন ছিল? ৪

অথবা

সুফিবাদের মূল কথা কি? ৪

খ) পঞ্চদশ শতক থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় প্রচেষ্টার চারটি কারণ উল্লেখ কর। ৪

অথবা

হিন্দু ও মুসলিম শিল্পরীতির সম্বন্বয়ের চারটি কারণ লেখ। ৪

৪। দুজন ভক্তিবাদী সাধকের নাম লেখ। ভারতীয় জনজীবনে ভক্তিবাদ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল? ২+৪

অথবা

সুলতানী ও মোগলযুগে রাষ্ট্রভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষা কিভাবে বিকাশলাভ করে? এই ব্যাপারে উদ্যোগী দুজন সুলতানের নাম লেখ। ৪+২

অষ্টম অধ্যায়

মুঘল ভারতে বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পের বিকাশ

মোঘলযুগে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করে। এই যুগে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ঘটে। বন্দরগুলিও বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। বিদেশী পর্যটকরাও এই যুগের শিল্প বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে মোঘলযুগের শিল্প বাণিজ্যের এই সমৃদ্ধির মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়ার সময় মসলিন বস্ত্রের সম্বন্ধেও একটি ধারণা দেবেন। কারিগররা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন, কিন্তু এঁদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ।

ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যের এই বিকাশ ভারতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনাপর্বে ছিল ; ঠিক সেই মুহূর্তে ইওরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন এবং ঔপনিবেশিক সুযোগ সুবিধা লাভ, মোঘল শাসনের দুর্বলতা ও ক্রম অবক্ষয়, ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের এক দীর্ঘ অধ্যায়ের সূচনা করে। ভারতীয় সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঔপনিবেশিক আধিপত্য ভারতে দাসত্বের এক যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায় সৃষ্টি করে, ভারতের স্বাধীন অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির এই শোষণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন — সুলতানী ও মোঘল শাসনও ভারতবর্ষকে শোষণ ও শাসন করেছে। তারাও ছিল লুন্ঠনকারী, কিন্তু তারা দেশের সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে যায়নি। তারা এদেশেই স্থাপত্যশিল্প গড়ে তুলেছে — ব্যয়বহুল জীবনযাপন করেছে। ইংরাজ এদেশের বস্ত্রশিল্প, কাগজশিল্প, কাচশিল্প ধ্বংস করেছে। এদেশের লুন্ঠিত সম্পদ দিয়ে ইংলন্ডের শিল্প- সমৃদ্ধির পথ সুগম হয়। সুলতান ও মোঘল সম্রাটদের সঙ্গো ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির এই পার্থক্যটি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

উপকরণ ঃ ১। মানচিত্র। মুঘল যুগে প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর নির্দেশ করতে হবে।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : অষ্টম অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সির মর্যাদালাভ করে? ১

খ) স্যার টমাস রো কার দূত হিসেবে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন? ১

গ) মোগলযুগের একটি উল্লেখযোগ্য জলপথের নাম লেখ। ১

২। দু-তিন বাক্যে লেখ ঃ

ক) মোগলযুগে স্থলপথে কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চলত? ২

খ) মোগল আমলের বস্ত্রশিল্পের মান কেমন ছিল? ২

গ) 'দস্তক' কি? বাংলার কোন নবাব এই প্রথার অপব্যবহারে কঠোর নীতি গ্রহণ করেন? ১+১

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) মোগলযুগের কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্বন্ধে কি জান? ৪

অথবা

মোগল আমলের প্রযুক্তিবিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪

খ) মোগল যুগের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪

অথবা

মোগল আমলের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান? ৪

৪। মোগলযুগে ব্যবসা বাণিজ্য কিভাবে চলত? এই যুগের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের চারটি কারণ উল্লেখ কর। ২+৪

অথবা

ফারুকশিয়ারের ফরমান বলতে কি বোঝ? এই ফরমানের চারটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী কি? এর ফলে ইংরেজ বণিকদের কি সুবিধা হয়? ২+৩+১

নবম অধ্যায়
ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা

ঔপনিবেশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই যুগে বিভিন্ন দেশীয় শাসকদের সঙ্গে বিরোধ এবং ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে বিরোধের ফল সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি স্পষ্ট ধারণা দেবেন। এক্ষেত্রে দেশীয় শাসকবর্গের মধ্যে ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতা বিস্তারে কিভাবে সুযোগ করে দিয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। দেশীয় শাসকবর্গ এদের দেখেছে সাধারণ বণিক হিসাবে, কিন্তু এইসব কোম্পানী পরিচালিত হয়েছে স্বদেশের সরকারী নীতির দ্বারা — অর্থাৎ ঔপনিবেশিক চরিত্র সম্পর্কে দেশীয় রাজাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। একমাত্র মহীশূরের প্রতিরোধ সংগ্রাম এর ব্যতিক্রম ; মারাঠারা, রণজিৎ সিং ঔপনিবেশিক শক্তির কূটকৌশলের কাছে পরাস্ত হন — আপোস করেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের স্বার্থে এ দেশের প্রশাসন কাঠামোর সংস্কারসাধন করছিল এবং এই কাজের মধ্যে দিয়েই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ক্রমে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দেখা দিল। বাংলায় নবাবের শাসনকে কুক্ষিগত করার লক্ষ নিয়ে নবাবের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানিলাভের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় একটি বলিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। বাংলায় কোম্পানির এই আধিপত্যলাভ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এটা কোম্পানির পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার — এই বিষয়টি শিক্ষককে মনে রাখতে হবে। মিরজাফর পরে নিজের ভুল বুঝতে পারলেও তখন আর তাঁর করার কিছু ছিল না ; একমাত্র মিরকাশিমই নবাবের স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কিছু কাজ করলেও সিংহাসন কিন্তু টিকিয়ে রাখতে পারেননি।

অপরদিকে দক্ষিণ ভারতে রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে কোম্পানি আধিপত্যলাভে প্রয়াসী হলে ইঙ্গ ফরাসি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বাংলায় এবং দক্ষিণ ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রে পার্থক্যের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের যেমন বলতে হবে, তেমনি ফরাসিদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইংরেজরা বাংলায় যে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল তা-ও ব্যাখ্যা করতে হবে।

শিক্ষক, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বলতে কি বোঝায় তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন এবং ইওরোপীয় ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। ভারতীয় কুটির-শিল্প, বস্ত্রশিল্প, কাচ ও কাগজ শিল্পের বিনাশ ঘটছে — এই সবকিছুই ঘটেছে ইংলন্ডের অর্থনীতির স্বার্থে ; তাদের অনুসৃত এই নীতির ফলে বাংলার সম্পদ নিষ্কাশনের কাজ পুরোদমে চলতে থাকে।

উপকরণ ঃ মানচিত্রে ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শক্তিসমূহের অবস্থান চিহ্নিত করা।

প্রশ্নাবলীর নমুনা : নবম অধ্যায়

১। দু-এক শব্দে উত্তর লেখ ঃ ১×২

ক) কোন অঞ্চলকে ইউরোপীয়রা কর্ণাট বা কর্ণাটক বলত ? ১

খ) ভারতে বাণিজ্যিক প্রাধান্যলাভে পরস্পরবিরোধী যেকোনো একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম কর। ১

গ) ইংরেজ ইস্ট কোম্পানি কত খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করেছিল ? ১

২। দুই বা তিন বাক্যে লেখ ঃ

ক) দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বলতে কি বোঝ ? ২

খ) ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? ২

গ) বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব কি ? ২

৩। **টীকা লেখঃ** দেওয়ানী লাভের গুরুত্ব ৪

অথবা

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কুফল ৪

৪। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কারণ কি ? এই বিরোধের পরিণতি কি ? ৫+১

অথবা

ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বলতে কি বোঝ ? ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ভারতীয় অর্থনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল ? ২+৪

দশম অধ্যায়।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ঃ (১৭৬৫ খ্রিঃ — ১৮৫৬ খ্রিঃ)

শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণিতে ইংরেজদের সঙ্গে দেশীয় শক্তিগুলির বিরোধ এবং ভারতে ইংরেজদের আধিপত্যলাভের ব্যাপারে সংক্ষেপে হলেও অবহিত আছে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটি সুপরিকল্পিত ধারাবাহিক নীতি অনুসরণ করেছে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি মূলত তিনটি নীতি গ্রহণ করেছে।

(১) যুদ্ধনীতি

(২) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

(৩) স্বত্ববিলোপ নীতি

ব্রিটিশ শক্তি এই তিনটি নীতি অনুসরণ করে কিভাবে মহীশূর, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে আধিপত্য লাভে সফল হয় তা শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে।

এই ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় ইংরেজরা যে কিছু প্রশাসনিক, সামাজিক ও সামরিক সংস্কারসাধন করে সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেবেন।

উপকরণ ঃ

১। ১৭৬৫-১৮৫৬ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে একটি সময়সারণিতে উল্লেখ করা।
২। মানচিত্রে ক্লাইভ থেকে ডালহৌসি পর্যন্ত শাসনকালে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তার।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : দশম অধ্যায়

১। **দু-এক কথায় উত্তর লেখ ঃ**

ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখন হয়েছিল ? ১

খ) 'মহীশূর শার্দুল' কাকে বলা হয় ? ১

গ) অমৃতসরের সন্ধি কাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? ১

২। **দু-তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ** ১×২

ক) ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে কোম্পানি — মূলত কোন কোন নীতি গ্রহণ করেছিল ? ২

খ) সলবঈ-এর সন্ধির গুরুত্ব কি ? ২

গ) কোম্পানির আমলে সিভিল সার্ভিসের অবস্থা কেমন ছিল ? ২

৩। **সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

ক) লর্ড কর্ণওয়ালিশের উল্লেখযোগ্য চারটি সংস্কার সম্বন্ধে কি জান ? ৪

অথবা

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কি ? ৪

৪। 'কর্ণওয়ালিশ কোড' বলতে কি বোঝ ? সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের আধিক্য না থাকলেও ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথে তা বাধা সৃষ্টি না করার কারণ কি ? ২+৪

অথবা

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে, কত খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তন করেন ? এই নীতির প্রধান শর্তগুলি কি ? কে প্রথম এই নীতিতে স্বাক্ষর করেন ? ১+১+৩+১

একাদশ অধ্যায়
ব্রিটিশরাজ — ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাব

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আলোচনাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন যে —

১৭৫৭ খ্রিঃ — ১৮১৩ খ্রিঃ ছিল লুণ্ঠনের যুগ

১৮১৩ খ্রিঃ — ১৮৫৮ খ্রিঃ একচেটিয়া ও অবাধ বাণিজ্যের যুগ

১৮৫৮ খ্রিঃ — পরবর্তীকাল পর্যন্ত ছিল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ

এই তিনটি অধ্যায়কে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি কিভাবে সম্পদ নিষ্কাশনের (Drain of Wealth) কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষকের সম্যক ধারণালাভের জন্য অবশ্য পাঠ্য হিসাবে কয়েকটি বই-এর নাম দেওয়া হল।

উপকরণ ঃ

১। দেশের কথা — সখারাম দেউস্কর

২। Discovery of India – Pandit Jawharlal Nehru

৩। Unbritish Rule in India – Dadabhai Naoraji

৪। India Today –R. P. Datta

প্রশ্নপত্রের নমুনা : একাদশ অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর লেখ ঃ

ক) 'দস্তক' বলতে কি বোঝ ? ১

খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন ? ১

গ) বাংলার কোন বস্ত্র জগতবিখ্যাত ছিল ? ১

২। দু-তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বলতে কি বোঝ ? ২

খ) কোম্পানির শাসনে ভারতবর্ষে কী কী ধরনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল ? ২

গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুটি কুফল উল্লেখ কর। ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর লেখ ঃ

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থা কেমন ছিল ? ৪

অথবা

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয়ের চারটি কারণ উল্লেখ কর। ৪

৪। দাদন প্রথা কি ? এই প্রথায় তাঁতিদের কিভাবে ঠকানো হত ? ২+৪

অথবা

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল কী ? এই বিপ্লবের ফলে ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল কেন ? ২+৪

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আলোচনাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন যে —

১৭৫৭খ্রিঃ-১৮৫৭খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একশ বছর ব্যাপী ইংরেজরা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালিয়ে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে বটে কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হয়েছে। প্রথমে প্রতিরোধের শক্তি সুসংহত না হলেও ১৮ শতকে বেশ কিছু বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতকে এই বিদ্রোহ সংগঠিত রূপ নেয় — যেমন, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ।

বিদ্রোহের দুটি ধারা ছিল ঃ (১) উপজাতিদের বিদ্রোহ (কারণ জঙ্গালের উপর তাদের যে অধিকার তা হস্তচ্যুত হয়েছিল) এবং মহাজনী শোষণ।

(২) কৃষক বিদ্রোহ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে ভূমিব্যবস্থার রূপান্তর এবং জমিদারী মহাজনী শোষণ।

আবার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যেই ভারতীয় সেনাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যেই বিদ্রোহ দেখা দেয় ; — এই সমস্ত বিদ্রোহই ছিল ইংরেজ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের অসন্তোষের প্রকাশ। এই অসন্তোষই রাজনৈতিক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে ১৮৫৭ খ্রিঃ-এ। সেই কারণেই এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে।

বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দিতে হবে।

শিক্ষককে পড়তে হবে — ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ — ইরফান হাবিব।

১। মানচিত্রে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলি চিহ্নিতকরণ।

২। মানচিত্রে মহাবিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্র।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : দ্বাদশ অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) একটি উপজাতি বিদ্রোহের নাম লেখ। ১

খ) 'ওয়াহাবি' কথার অর্থ কি? ১

গ) তিতুমিরের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা কী নামে পরিচিত? ১

২। দু-তিন বাক্যে উত্তর লেখ ঃ

ক) স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুধে প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলনের নাম কী? এই আন্দোলনের একজন নেতার নাম লেখ। ১+১

খ) ফরাজি আন্দোলনের মূলশক্তি কি ছিল? ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরে তা কি ধরণের আন্দোলনে পরিণত হয়? ১+১

গ) সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার দুটি কারণ উল্লেখ কর। ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ইংরেজ শাসনের বিরুধে কৃষক বিদ্রোহের কারণ কি? ৪

অথবা

টীকা লেখ ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ ৪

৪। ক) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের জনগণের ভূমিকা কী ছিল? এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে কি জান? ২+৪

অথবা

মহারানীর ঘোষণাপত্র কি? ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় কী পরিবর্তন ঘটে? ২+২+২

দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনার ইওরোপীয় প্রেক্ষিত

ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশের যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ভারতের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে জাতীয়তাবাদী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। আবার এই সময়েই ইওরোপীয় বাণিজ্যিক স্বার্থে এদেশে আধুনিক মহানগরীগুলি গড়ে উঠেছে এবং উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে — জনসংযোগের জন্য ডাক, তার, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের প্রসার ঘটছে। পাশাপাশি ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুধে ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। এইসব বিষয়গুলিই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদের পটভূমি রচনা করেছে। একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে উঠছে। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, মেলা, সভা-সমিতি, নাট্যাভিনয় এগুলিরও যে বিশেষ ভূমিকা আছে তা শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে। ১৮৮৩ সালের সর্বভারতীয় সম্মেলন জনজীবনে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করে এবং ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা করে।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : প্রথম অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর লেখ ঃ

ক) এশিয়াটিক সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ) ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় জনশিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানি কি কমিটি গঠন করেছিল? ১

গ) ডিরোজিয়োর অনুগামীরা কী নামে পরিচিত? ১

২। দু-তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্বে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে কোম্পানির নীতি কেমন ছিল? পরবর্তীকালে কে, কীভাবে এই নীতির পরিবর্তন ঘটান? ২

খ) শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কি? ২

গ) 'ভারতসভা'র দুটি কাজ উল্লেখ কর। ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর লেখ ঃ

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল? ৪

অথবা

ঊনবিংশ শতকে জাতীয় চেতনার উন্মেষে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে কী জান? ৪

৪। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে খ্রিষ্টান মিশনারিরা কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল? উডের নির্দেশনামা কি? ২+৪

অথবা

'ইলবার্ট বিল' বলতে কী বোঝ? এই বিলের গুরুত্ব কি? ৩+৩

৫। যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর ঃ ১০

ক) ঊনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের পটভূমি

খ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগ — বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন — বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগে আন্দোলনের মূলত দুটি ধারা লক্ষ করা যায় —

(১) অহিংস আন্দোলন

(২) সহিংস আন্দোলন

১৮৮৫-১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে নরম পন্থীদের প্রাধান্য বজায় ছিল এবং ব্রিটিশের প্রতি আবেদন-নিবেদনমূলক নীতিই অনুসৃত হত। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই অপর একটি অংশ এই নীতির প্রতি অনাস্থা দেখিয়ে চরমপন্থী আন্দোলনের কথা ঘোষণা করে ; এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে সুরাট সম্মেলনে জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয় — নরমপন্থী ও চরমপন্থী। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লববাদী আন্দোলনের গতিরও পরিবর্তন ঘটল — যুগান্তর দলের লক্ষ ছিল গোপন সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু অনুশীলন সমিতির আদর্শ ছিল গণভিত্তিক বিপ্লববাদী আন্দোলন।

বিপ্লববাদী আন্দোলন শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও — যেমন পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লববাদী কার্যকলাপ দেখা দেয় ; ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি বিপ্লববাদী আন্দোলনের সব দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বভারতীয় অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সঙ্গে ভারতের বাইরেও বিপ্লববাদী আন্দোলনের কার্যকলাপ কিভাবে ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সাহায্য করেছিল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তা বুঝিয়ে বলবেন।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্পর্কেই কংগ্রেসের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ছিল। এই মতপার্থক্য থেকেই ব্রিটিশের প্রতি তোষণনীতি যেমন এসেছে, তেমনি আবার ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা থেকে চরমপন্থা এসেছে — এই মূল ব্যাপারটি শিক্ষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পরবর্তীকালে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত যুবকরা নানা গোপন দলে বিভক্ত হয়ে ব্রিটিশকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার ও আত্মবলিদানের নীতি গ্রহণ করে ; অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ১৯০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে দু-তিনটি মূল ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল, এই সবকটিকেই এককথায় বলা যায় যে ঠিক কোন পথে গেলে স্বাধীনত সংগ্রাম সফল হবে বা স্বাধীনতা অর্জিত হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না।

উপকরণ ঃ১৮৮৫-১৯১৪ পর্যন্ত ঘটনাবলীর সময়সারণি।

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) 'রাখিবন্ধন' উৎসবের উদ্দেশ্য কী ছিল? ১

খ) 'অভিনব ভারত'-এর পূর্ব নাম কী ছিল? ১

গ) লন্ডনে বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র কি ছিল? ১

২। দুই বা তিন বাক্যে উত্তর লেখ ঃ

ক) বঙ্গাভঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম সমাজের ভূমিকা কী ছিল? ২

খ) 'কার্লাইল সার্কুলার' কি? এই সার্কুলারের প্রতিবাদে কোন সংস্থা গড়ে ওঠে? ১+১

গ) 'আলিপুর বোমার মামলা' বলতে কি বোঝ? ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ভারতীয় রাজনীতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের মূল ধারাগুলির লক্ষ কি ছিল? ৪

অথবা

'অনুশীলন সমিতি'র কর্মসূচি সম্বন্ধে কি জান? ৪

৪। 'সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ' বলতে কি বোঝ? এই জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পেছনে কংগ্রেসী আন্দোলনের দুর্বলতা ও সরকারী অর্থনৈতিক নীতি কতখানি দায়ী ছিল? ১+২+৩

অথবা

কে, কবে, কি উদ্দেশ্যে বঙ্গাভঙ্গা করেন? বঙ্গাভঙ্গোর পশ্চাতে তিনি কি যুক্তি দেখিয়েছিলেন? ১+১+২+২

৫। যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর ঃ ১০

ক) ১৮৮৫-১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়কংগ্রেসের কার্যাবলী

খ) বঙ্গাভঙ্গা বিরোধী আন্দোলন

তৃতীয় অধ্যায়
সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি

সাম্রাজ্যবাদ বলতে শিক্ষক বোঝাবেন যে প্রাচীনকাল থেকে বিদেশীরা আমাদের দেশে প্রভুত্ব করার জন্য এসেছে এবং ভারতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, কৃষক ও মেহনতী মানুষকে শোষণ করেছে ; কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে লুণ্ঠিত সম্পদ তারা নিজেদের দেশে নিয়ে যায়নি। পরবর্তীকালে এদের কেউ কেউ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে বা এখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। এই ধরনের শাসনকে কিন্তু আমরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন বলিনি বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটিও তখন আমরা ব্যবহার করিনি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন বলছি — কারণ তারা এদেশকে শাসন করেছে, এদেশের সম্পদ লুঠ করে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করার নীতি নিয়েছিল। তাদের মূল লক্ষই ছিল ভারতের সম্পদকে ব্রিটিশ পুঁজিতে পরিণত করা এবং সেই পুঁজি খাটিয়ে নিজের দেশের উন্নতি করা। সাম্রাজ্যবাদীর চরিত্র সম্পর্কে এই ধারণাটি শিক্ষককে সহজ সরলভাবে শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। ব্রিটিশ কোনদিনই ভারতবাসীদের আপন করে নিতে পারেনি — তাই ভারতীয়রা তা পারেনি ; এইভাবেই পারস্পরিক ঘৃণার সৃষ্টি।

উনবিংশ শতকে বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ইওরোপের কয়েকটি দেশ যেমন ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইতালি, জার্মানি, এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে ; তাদের মূল লক্ষ ছিল বাজার দখল। এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং ইওরোপীয় শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অনুযায়ী পারস্পরিক দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায় —

(১) ত্রিশক্তি চুক্তি — (ট্রিপল অ্যালায়েন্স) ইতালি, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া

(২) ত্রিশক্তি মৈত্রী — (ট্রিপল আঁতাত) ইংলন্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স

এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদের লোভ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে প্রথম বিশ্বযুধে জড়িয়ে ফেলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইওরোপ ও ভারত

(১) প্রথম বিশ্বযুধে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এই সময় থেকেই আমেরিকার উত্থান ঘটে। এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া রাশিয়ায় অত্যাচারী জারের শাসনের অবসান ঘটল।

(২) রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের (১৯১৭) প্রতিষ্ঠা হল।

(৩) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ স্থাপিত হল।

(৪) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যাঁতাকলে থাকা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলন আরও তীব্র আকার নিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী যে বিরাট অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তার প্রভাব ভারতেও পড়ে। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়নি।

বিশ্বযুদ্ধের আগেই গান্ধীজী ভারতের রাজনীতিতে আসেন, যুদ্ধের পরে তিনি অহিংস পথে আন্দোলন পরিচালনার ডাক দেন। আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার রাওলাট আইন (১৯১৯) পাশ করলে

তার প্রতিবাদস্বরূপ জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে নির্বিচারে গুলিবর্ষণের ফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রথম ধর্মঘট হয়, গান্ধীজী এইসময় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৬খ্রিষ্টাব্দে তিলক লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিমকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। গান্ধীজীও এই পথেই আবার খিলাফত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করে হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করেন। বিপ্লববাদীরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু চৌরিচৌরা হত্যাকান্ডের পর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে কংগ্রেসের মধ্যে আন্দোলনের ধারা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় ও স্বরাজ্য দলের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়। সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নতুন ধারা যুক্ত হল — শ্রমিক আন্দোলন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী বৃহৎ গণ-আন্দোলন হল আইন অমান্য আন্দোলন — এই আন্দোলনে ক্রমে শ্রমিকরাও যুক্ত হলে স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। ফলে আন্দোলনের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে — আইন অমান্য আন্দোলন হিংসাত্মক পথে চলে যাওয়ায় তা প্রত্যাহৃত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক ও কৃষকরা ব্যাপকভাবে আন্দোলন শামিল হয়।

উপকরণ ঃ সময় সারণি।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : তৃতীয় অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর লেখঃ

ক) বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীকালে কোন চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়? ১

খ) 'সেরাজেভো হত্যাকান্ড' কোথায় ঘটেছিল? ১

গ) অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী একজন বিশিষ্ট নারীর নাম লেখ। ১

২। দু-তিন বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে হয়? এই সময় ইওরোপীয় শক্তিগুলি কোন দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়? ১+১

খ) খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল কেন? ২

গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গান্ধীবাদী নেতার নাম কি? তিনি এই অঞ্চলে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কীভাবে? ১+১

৩। টীকা লেখ ঃ রাওলাট আইন ৪

অথবা

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের লক্ষ ও গুরুত্ব ৪

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে সর্বাত্মক যুদ্ধ বলা হয় কেন? এই যুদ্ধের প্রধান চারটি কারণ উল্লেখ কর। ২+৪

অথবা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবতীকালে ইওরোপ ও ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে? ৪+২

৫। যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর ঃ ১০

অসহযোগ আন্দোলন

অথবা

আইন অমান্য আন্দোলন

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ঃ ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন — গণতন্ত্রের বিপর্যয় জাতিসংঘের ব্যর্থতা — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার ব্যাপারে তার কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির প্রতিশোধস্পৃহা বাড়ে এবং জার্মানিতে উগ্র-জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। জার্মানিতে হিটলার ও ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ক্রমে ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য করে তোলে এবং ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। এই সম্বন্ধে শিক্ষক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করবেন।

এই পর্বে গণতন্ত্রের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের মৌলিক পার্থক্যগুলি ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তসহ সহজভাবে শিক্ষার্থীদের ধারণায় স্পষ্ট করতে হবে।

উপকরণ ঃ ১। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 'DISCOVERY OF INDIA' 'GLIMPSES OF WORLD HISTORY' গ্রন্থ দুটি অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

২। সময় সারণি

প্রশ্নপত্রের নমুনা : চতুর্থ অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) 'ভাইমার' প্রজাতন্ত্র কবে স্থাপিত হয়? ১

খ) হিটলারের আত্মজীবনীর নাম কি? ১

গ) স্পেনে কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন? ১

২। দুই-তিন বাক্যে উত্তর লিখবে ঃ

ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নাম কি? এই সংস্থার চুক্তিপত্রের একটি ত্রুটির উল্লেখ কর। ১+১

খ) 'কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি' কখন স্বাক্ষরিত হয়? কেন? ১+১

গ) ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তোষণ নীতি গ্রহণ করেছিল কেন? এর ফলে কার বিশেষ সুবিধা হয়? ১+১

৩। টীকা লেখ ঃ মিউনিখ চুক্তি ৪

অথবা

রুশ-জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি

৪। নাৎসি' দলের পুরো নাম কি? এই দলের নেতাকে কি নামে ডাকা হত? এই দলের নীতি কি ছিল? ১+১+৪

অথবা

মুসোলিনির উত্থান সম্বন্ধে কী জান? তাঁর দলের লক্ষ কী ছিল? ৪+২

৫। যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর ঃ ১০

জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ও ক্ষমতালাভ

অথবা

ইতালিতে মুসোলিনির উত্থান ও ক্ষমতালাভ

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রধান ধারা

জাতীয় আন্দোলনের শেষ ধারার ইতিহাসে স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে বামপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ও বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। বামপন্থা প্রভাবিত কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে তীব্রতা লাভ করে। বিপ্লববাদী আন্দোলনও এই সময় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দেন। সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন ও দেশত্যাগ এবং আই এন এ গঠন, আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ধর্মঘট, ছাত্র ও যুবকদের আন্দোলন, বিমানবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, ডাক ও তার বিভাগে ধর্মঘট, ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ, কৃষক বিপ্লব জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

দেশের এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব পেশ হয় এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে লর্ড ওয়াভেল একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন — যা ওয়াভেল পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এরপর মন্ত্রী মিশনের সুপারিশ অনুসারে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কার্যভার গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্থানের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠায় শেষ পর্যন্ত লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭, ১৮ জুলাই) অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

উপকরণ ঃ সময়সারণি।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : পঞ্চম অধ্যায়

১। **দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

ক) ত্রিপুরি কংগ্রেস কবে অনুষ্ঠিত হয় ?

খ) 'ফরওয়ার্ড ব্লক' কে গঠন করেন ?

গ) সৈয়দ আহমদ খানের সাম্প্রদায়িক নীতি কী নামে পরিচিত ?

২। **দু-তিন বাক্যে উত্তর লেখ ঃ**

ক) লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা কেন হয়েছিল ? এই মামলার ফল কি ? ১+১

খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুধোত্তরকালের দুটি গণআন্দোলনের নাম লেখ। ২

গ) কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'মন্ত্রী-মিশন' ভারতে এসেছিল ? এই মিশনে ভারত ও পাকিস্তান কী বক্তব্য রাখে ? ১+১

৩। **টীকা লেখ ঃ**

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ' ৪

অথবা

'রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান' ৪

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুধোত্তর যুগে কৃষক আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল ? তেভাগা আন্দোলন কি ? তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ বলতে কী বোঝ ? ১+৩+২

অথবা

মাউন্টব্যাটেন কখন কার্যভার গ্রহণ করেন ? তিনি কী ঘোষণা করেন ? এই প্রস্তাবে কী বলা হয়েছিল ? ১+১+৪

৫। **যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর ঃ** ১০

ক) নেতাজী ও আজাদহিন্দ ফৌজ

খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুধোত্তর গণ-আন্দোলন

ষষ্ঠ অধ্যায়
স্বাধীন ভারতের সংবিধান, বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সংবিধান রচনার প্রেক্ষিত, সংবিধানের প্রস্তাবনা, বৈশিষ্ট্য ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেবেন, ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধেও বলতে হবে।

উপকরণ ঃ চার্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেখানো।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : ষষ্ঠ অধ্যায়

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) সংবিধানে ভারতবর্ষকে কী ধরনের রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে ? ১

খ) কেন্দ্রীয় আইনসভার কোন কক্ষের হাতে বেশি ক্ষমতা আছে ? ১

গ) স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয় ? ১

২। দু-তিন বাক্যে উত্তর লেখ ঃ

ক) গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? এই সভার সভাপতি ও উল্লেখযোগ্য সদস্যদের নাম কি ? ২

খ) রাষ্ট্রপতিকে সাধারণত কাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয় ? কীভাবে ? ১+১

গ) ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নাম কি ? এই বিচারালয় কোন কোন বিষয়ে বিচার করেন ? ১+১

৩। টীকা লেখ ঃ কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন ৪

অথবা

স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ

৪। প্রথমদিকের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকলেও পাশাপাশি গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলগুলির নাম কি ? এরা কোথায় কীভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ? ২+৪

অথবা

রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন ? তাঁর ক্ষমতাগুলি কি ? ২+৪

৫। যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর ঃ ১০

ক) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

খ) ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রগতি

সপ্তম অধ্যায়
দ্বিতীয় বিশ্বযুধোত্তরকালে শান্তির প্রয়াস, জোট নিরপেক্ষতার নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুধোত্তরকালে শান্তির প্রয়াস হিসেবে 'আটলান্টিক সনদ' নামে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সনদে মোট আটটি ধারা ছিল। এই সনদের ভিত্তিতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U.N.O) প্রতিষ্ঠা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার আগে বিশ্ব শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে বেশ কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াল্টা সম্মেলনের প্রস্তাবানুসারে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সেই অনুসারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকা ও রাশিয়া দুটি প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় যে বিশ্বে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে নাকি সমাজতন্ত্রবাদ। এই পরিস্থিতিই ঠান্ডা লড়াই এর পটভূমি রচনা করে। আমেরিকা দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত করে নিজপক্ষে টানার চেষ্টা চালায়, অপরদিকে রাশিয়া এশিয়ার অনুন্নত ছোট ছোট দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ কিন্তু কোন পক্ষেই না গিয়ে স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন নীতি গ্রহণ করে এবং তার আদর্শ অনুসরণকারী ছোট ছোট দেশগুলিকে নিয়ে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলির সাহায্যে আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও ইন্দোচিনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠল। স্বাধীন ভারতবর্ষ জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রবাদী ও ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলি থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখল। ভারতের নেতৃত্বে জোট-নিরপেক্ষ এই শক্তিকেই তৃতীয় বিশ্ব বলা হচ্ছে।

উপকরণ ঃ মানচিত্র।

প্রশ্নপত্রের নমুনা : সপ্তম অধ্যায়

১। **দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থার নাম কি ? — ১

খ) ইন্দোচীনে সাম্যবাদী দল কার নেতৃত্বে গঠিত হয় ? — ১

গ) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের রূপকার কে ? — ১

২। **দু-তিন বাক্যে উত্তর লেখ ঃ**

ক) 'পঞ্চশীল' বলতে কী বোঝ ? — ২

খ) জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কি ? — ১+১

গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা দুটি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে কেন ? — ২

৩। **টীকা লেখ ঃ** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন ও কার্যাবলী — ৪

অথবা

বান্দুং সম্মেলন

৪। 'আটলান্টিক সনদ' কবে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয় ? এই সনদের প্রধান নীতিগুলি কি ? — ২+৪

অথবা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য কি ছিল ? জাতিপুঞ্জের সংস্থাগুলির নাম কি ? — ৪+২

৫। **যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ ঃ** — ১০

ক) ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ

খ) স্বাধীন ভারতে জোট নিরপেক্ষতার নীতি

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

বিষয় — ইতিহাস

শ্রেণি — নবম

মোট পিরিয়ড — ৪০

খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ঃ ৫ দিন
পঠনপাঠন, মূল্যায়ন, সংশোধনী পাঠ ঃ ৭৫ দিন।

প্রথম পর্ব ঃ মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত
মোট কর্মদিবস ঃ ৮০ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসের ধারাবাহিক পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা	পূর্বপাঠের আলোচনা	২		প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।
১ম অধ্যায় ভারতীয় ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব	ক) ভৌগোলিক পরিবেশ ও তার প্রভাব — সমন্বয়বাদী ঐক্য	১		মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে আলোচনা আকর্ষণীয় করে তোলা কাম্য।
	খ) ইতিহাসের উপাদান — প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব — অন্যান্য উপাদান।	১		
২য় অধ্যায় ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তন	ক) প্রাচীনতা — আদি, মধ্য ও নব্যপ্রস্তরযুগে ভারত-মেহেরগড় সভ্যতার কাল ও অবস্থান — হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব	১		প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক মানচিত্রে সভ্যতার বৈচিত্র্যময়তার
	খ) হরপ্পা সভ্যতা — নগর পরিকল্পনা, নাগরিক পরিষেবা, কৃষি ও পশুপালন, শিল্প বাণিজ্য, ধর্ম বিশ্বাস — পতন — বিশ্বের	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	সমকালীন সভ্যতার সঙ্গো সম্পর্ক			ধারণালাভে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
	গ) বৈদিক সভ্যতা — আর্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা — হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক ধারণা	২		
	ঘ) প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ — নগর, বাণিজ্য ও বণিকশ্রেণি	১		
	ঙ) প্রতিবাদী আন্দোলন -- জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম।	১		
	১ম ও ২য় অধ্যায়ের মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১৩	
৩য় অধ্যায় প্রাচীন ভারতে রাজশক্তির উত্থান, ষোড়শ মহাজনপদ, মগধের উত্থান, মৌর্য সাম্রাজ্য, কুষাণ, সাতবাহন ও দক্ষিণ ভারত, গুপ্ত সাম্রাজ্য — চূড়ান্ত পর্যায়	ক) রাজশক্তির উত্থান, ষোড়শ মহাজনপদ — মগধের উত্থান — মেগাস্থিনিস	১		
	খ) মৌর্য সাম্রাজ্য — অশোক — ধর্মপ্রচার নীতি — শাসননীতি — মূল্যায়ন	১		
	গ) মৌর্যদের পতন — কুষাণদের উত্থান — সাতবাহন ও দক্ষিণ ভারত	১		
	ঘ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার — সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়	২		
৪র্থ অধ্যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন — থানেশ্বরের হর্যবর্ধন — উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক শক্তির আত্মপ্রকাশ — রাজনৈতিক আধিপত্যলাভের দ্বন্দ্ব।	ক) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন — থানেশ্বরের হর্যবর্ধন — সামন্ততান্ত্রিক রাজাদর্শের উৎপত্তি।	১		
	খ) হর্যোত্তর উত্তর ভারত — পূর্বভারতের পাল — উত্তরের গুর্জর প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট শক্তির সঙ্গো উত্তর ভারতে	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	আধিপত্যের দ্বন্দ্ব। চোল শক্তির উত্থান গ) আঞ্চলিক রাজ্যের উৎপত্তি— বাদামির চালুক্য ও এবং দক্ষিণে পল্লব রাজাদের দ্বন্দ্ব। ৩য় এবং ৪র্থ অধ্যায়ের মূল্যায়ন সংশোধনী পাঠ	 ১ ১ ২	১১	
৫ম অধ্যায় প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি	ক) আর্য সমাজে কৃষি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য — মৌর্য যুগে অর্থনৈতিক জীবন — মৌর্যোত্তর যুগে — ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব খ) ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য — বর্ণ ও জাতিভেদ ভিত্তিক পেশা — নারীর অবস্থান গ) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অবক্ষয় — ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান — বিবর্তন ঘ) শিল্প ও স্থাপত্যের যুগ বৈশিষ্ট্য — চিত্রকলা ঙ) সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিকাশ	১ ১ ১ ১ ১		
৬ষ্ঠ অধ্যায় ইসলাম ও ভারতবর্ষ-সুলতানি যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা — মোগল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা — সাম্রাজ্যের প্রসার — মনসবদারি ব্যবস্থা — শাসন ব্যবস্থা — জায়গিরদারি সংকট — আঞ্চলিক বিদ্রোহ — সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা।	ক) আরবদের সিন্ধু বিজয় — সুলতান মামুদ — মোহম্মদ ঘোরী — তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ — কুতবুদ্দিন আইবক — দিল্লী সুলতানি শাসনে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা খ) ইলতুৎমিস — সুলতানি শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা — বলবন — আলাউদ্দিন খলজি অর্থনৈতিক সংস্কার	১ ২		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	গ) তুঘলক বংশ — মহম্মদ বিন ও ফিরূজ তুঘলক — তুঘলক রাজত্বের অবসান	১		
	ঘ) মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা — মোগল — আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা — শেরশাহ — শাসনব্যবস্থা	১		
	ঙ) আকবর — মোগল প্রসারবাদ — জাহাঙ্গির — শাহজাহান	১		
	চ) মোগল প্রসারবাদের সীমাবদ্ধতা — ঔরঙ্গজেব — মারাঠাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম	১		
	ছ) মোগল শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য — মনসবদারি ব্যবস্থা ও জায়গিরদারি সঙ্কট — সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা	১		
	৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১৬	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

বিষয় — ইতিহাস

শ্রেণি — নবম

মোট পিরিয়ড — ৪০

পরীক্ষা ঃ ১০ দিন
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসব ইত্যাদি ঃ ১০ দিন
পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদি ঃ ৭০ দিন।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ অক্টোবর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত
মোট কর্মদিবস ঃ ৯০ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৭ম অধ্যায় মধ্যযুগের ভারতে সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশ — সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন — শিল্প, স্থাপত্য ও চিত্রকলা	ক) মধ্যযুগের ভারতে সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশ-সুফিবাদ ও আন্দোলন	১		
	খ) ভক্তিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন	১		
	গ) শিল্প স্থাপত্য ও চিত্রকলায় সমন্বয়বাদী বৈশিষ্ট্যের প্রভাব	১		
	'ক' থেকে 'গ' মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
৮ম অধ্যায় মোগল ভারতে বাণিজ্য ও শিল্প আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের সঙ্গো ইউরোপীয়দের সম্পর্ক	ক) মোগল যুগে বাণিজ্যের প্রসার — আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য	১		
	খ) ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীসমূহের ভারতে আগমন ও বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি — দেশীয় শিল্প	১		
	গ) ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গো মোগল রাজশক্তির সম্পর্ক (পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ)	১		
	ঘ) ১৮-শ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা, অযোধ্যা, দক্ষিণে হায়দরাবাদের আঞ্চলিক রাজশক্তির সঙ্গো ইউরোপীয় শক্তির সম্পর্ক	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	১১	

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৯ম অধ্যায় ১৮শ শতকের ভারতে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য — ইঙ্গ-ফরাসী আধিপত্যের দ্বন্দ্ব, বাংলায় ইংরেজ কোম্পানি — পলাশি থেকে বক্সার — দেওয়ানি হস্তান্তর, ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতি	ক) ১৮শ শতকের ভারতে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য, ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাংলায় ইংরেজ কোম্পানি খ) পলাশি থেকে বক্সার, দেওয়ানি হস্তান্তর ও তার গুরুত্ব গ) বণিকদের সাম্রাজ্য ও সম্পদের নিষ্ক্রমণ — ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিবর্তিত চরিত্র মূল্যায়ন ('ক'-গ) সংশোধনী পাঠ	১ ১ ১ ১ ১	৫	
১০ম অধ্যায় কোম্পানির দেওয়ানি লাভ — প্রসারবাদের প্রথম পর্ব — মহিশূর, মারাঠা শক্তি — প্রসারবাদের ২য় পর্ব — ৩য় পর্ব— ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা — রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও পিট্স ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, সেনাবাহিনী, সিভিল সার্ভিস, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা	ক) কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পরে প্রসারবাদের ১ম পর্ব — মহিশূর — ওয়েলেসলীর নীতি খ) ইঙ্গ-মারাঠা সংঘাত — ইঙ্গ শিখ সম্পর্ক — প্রসারবাদের ২য় পর্ব গ) প্রসারবাদের ৩য় পর্ব — ডালহৌসির নীতি — ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা। ঘ) রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট — সেনাবাহিনী, সিভিল সার্ভিস, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা মূল্যায়ন সংশোধনী পাঠ	১ ১ ১ ১ ১ ২	৭	
১১শ অধ্যায় ব্রিটিশ রাজ, সাম্রাজ্যের	ক) ১৮শ শতকের শেষ তিন দশক থেকে ভারতে ইংরেজ	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
অর্থনৈতিক সুবিধা, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা, কৃষকদের উপর প্রভাব — কৃষকদের ঋণবন্ধতা ও বাণিজ্যিক কৃষি, ১৮৩০ সালের বাণিজ্যের পরিবর্তিত প্রকৃতি — অবশিল্পায়ন।	কোম্পানির নতুন শাসন কাঠামোর বৈশিষ্ট্য — ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা।			
	খ) বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত — রায়তওয়ারি ব্যবস্থা — কৃষকদের উপর প্রভাব — কৃষকদের ঋণবন্ধতা ও বাণিজ্যিক কৃষি।	১		
	গ) ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর বাণিজ্যের পরিবর্তিত প্রকৃতি — অবশিল্পায়ন।	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৬	
১২শ অধ্যায়		১		
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ — কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ — ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ	ক) ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশত বৎসরে ভারতীয় জনজীবনে ক্ষোভ — ক্ষমতাচ্যুত অভিজাতদের প্রতিরোধ	১		
	খ) কৃষক বিদ্রোহ — পটভূমি — রংপুর, সন্ন্যাসি ও ফকির বিদ্রোহ	১		
	গ) ফরাজি, ওয়াহাবি আন্দোলন	১		
	ঘ) মোপলা বিদ্রোহ — কৃষক বিদ্রোহের পরিণতি ও সুদূরপ্রসারী ফল	১		
	ঙ) উপজাতি বিদ্রোহ — কারণ, ভীল ও কোল বিদ্রোহ — সাঁওতাল বিদ্রোহ	২		
	চ) ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ — কারণ, গতি প্রকৃতি, ব্যর্থতার কারণ	১		
	মূল্যায়ন ('ক' — 'গ')	১		
	মূল্যায়ন ('ঘ' — 'চ')	২	১১	
	সংশোধনী পাঠ			

একক অভীক্ষাপত্র প্রস্তুতের পরিকল্পনাপত্র

শ্রেণি — নবম

বিষয় — ইতিহাস/প্রাচীন ভারত

নম্বর ঃ ২৫

একক — তৃতীয় অধ্যায়

সময় ঃ ৩৫ মিনিট

(১) পঠনীয় বিষয়বস্তু অনুসারে নম্বর বিভাজন

ক্রমিক সংখ্যা ও উপ-এককের বিবরণ	নম্বর	শতকরা হিসাব
১ রাজশক্তির উত্থান, ষোড়শ মহাজনপদ মগধের উত্থান, মেগাস্থেনিস	৫	১৮%
২ মৌর্য সাম্রাজ্য—অশোক—ধর্মপ্রচারনীতি—শাসননীতি-মূল্যায়ন।	১০	৪৫%
৩ মৌর্যদের পতন—কুষাণদের উত্থান—সাতবাহন ও দক্ষিণ ভারত	৪	১৮%
৪ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান — সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়	৬	১৯%
৫	২৫	১০০%

(২) সামর্থ্যভিত্তিক নম্বর বিভাজন

উপ-এককের ক্রমিক সংখ্যা ও বিবরণ	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট
১ রাজশক্তির উত্থান, ষোড়শ মহাজনপদ — মগধের উত্থান, মেগাস্থেনিস	৩	২	—	—	৫
২ মৌর্য সাম্রাজ্য — অশোক — ধর্মপ্রচার নীতি — শাসন নীতি — মূল্যায়ন	৪	৩	—	৩	১০
৩ মৌর্যদের পতন — কুষাণদের উত্থান — সাতবাহন, দক্ষিণ ভারত	৪	—	—	—	৪
৪ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান, সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়	৬	—	—	—	৬
৫					
মোট	১৭	৫	—	৩	২৫
শতকরা হিসাব	(৭০%)	(১৮%)		(১১%)	(১০০%)

(৩) প্রশ্নের ধরন অনুসারে নম্বর বিভাজন

উপ-এককের ক্রমিক সংখ্যা ও বিবরণ	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	অঃ সঃ উত্তরধর্মী	সঃ উঃ উত্তরধর্মী (১)	সঃ উঃ উত্তরধর্মী (২)	দীর্ঘ উত্তরধর্মী	মোট
১. রাজশক্তির উত্থান, ষোড়শ মহাজনপদ	৫	—	—	—	—	৫
২. মৌর্য সাম্রাজ্য, অশোক ধর্ম, শাসন	—	১০	—	—	—	১০
৩. মৌর্যদের পতন, কুষাণদের উত্থান	—	—	—	৪	—	৪
৪. গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান, চূড়ান্ত পর্যায়	—	—	—	৬	—	৬
মোট	৫	১০	৪	১০		২৫
শতকরা হিসাব	১৮%	৪৫%	১৮%	৪৫%		১০০%
সময়	৫মি:	১০মি:	১০মি:	১০মি:		৩৫মি:

একক অভীক্ষাপত্র রচনার রূপরেখা

শ্রেণি — নবম

বিষয় শাখা — ইতিহাস

একক ঃ তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ণমান ঃ ২৫

সময় ঃ ৩৫ মিনিট

উপ-এককের বিবরণ	জ্ঞানমূলক					বোধমূলক					প্রয়োগমূলক					দক্ষতামূলক					মোট
	নৈঃ	অঃসঃ	সং(১)	সং(২)	দীর্ঘ	নৈঃ	অঃসঃ	সং(১)	সং(২)	দীর্ঘ	নৈঃ	অঃসঃ	সং(১)	সং(২)	দীর্ঘ	নৈঃ	অঃসঃ	সং(১)	সং(২)	দীর্ঘ	
ক. রাজশক্তির উত্থান, মহাজনপদ, মগধের উত্থান	১ (৫)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৫
খ. মৌর্য সাম্রাজ্য, অশোক ধর্মপ্রচার নীতি	—	২ (১০)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১০
গ. মৌর্যদের পতন কুষাণদের উত্থান, সাতবাহন ও দক্ষিণ ভারত	—	—	৪ (১)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৪
ঘ. গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান, সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়	—	—	—	—	৬ (১)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৬

নৈ ঃ = নৈর্ব্যক্তিক ৫

অঃ সঃ = অতি সংক্ষিপ্ত ১০

সং(১) = সংক্ষিপ্ত (৪ নম্বরের প্রশ্ন) ১

সং(২) = ঐ (৬ নম্বরের প্রশ্ন) ১

দীর্ঘ = (১০ নম্বরের প্রশ্ন)

প্রশ্নের সংখ্যা ১৭

সামর্থ্য ভিত্তিক পাঠ-একক বিশ্লেষণ

শ্রেণি — নবম পিরিয়ড -

বিষয় শাখা : প্রাচীন ভারত

বিষয় — ইতিহাস / একক — তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতে রাজশক্তির উত্থান, ষোড়শ মহাজনপদ, মগধের উত্থান, মৌর্য সাম্রাজ্য, কুষাণ, সাতবাহন, দক্ষিণ ভারত, গুপ্ত সাম্রাজ্য, চূড়ান্ত পর্যায়

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম শিখন সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
ক. রাজশক্তির উত্থান, ষোড়শ মহাজনপদ — মগধের উত্থান, মেগাস্থেনিস	১	ষষ্ঠ শ্রেণিতে এই বিষয়টির সঙ্গো অবহিত এবং জ্ঞান অর্জন করেছে।	প্রাচীন ভারতের খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন।	ষোড়শ মহাজন, রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র শব্দগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে শক্তিশালী রাজ্যের উত্থানে গণতন্ত্রের এবং রাজতন্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে ছাত্রের ধারণা জন্মাবে।	মানচিত্রে ১৬টি জনপদের অবস্থান ছাত্র-ছাত্রীরা দেখাবে, জানবে।
খ. মৌর্য সাম্রাজ্য অশোক-ধর্মপ্রচার নীতি, শাসন নীতি, মূল্যায়ন	১	ঐ	মৌর্য সাম্রাজ্য এবং অশোক সম্পর্কে জানা।	ষোড়শ মহাজন পদের উত্থান এবং তার অগ্রগতি হিসেবে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে।	অশোকের অহিংসার নীতি ছাত্রকে প্রভাবিত করবে এবং পরে তা ছাত্র জীবনে প্রয়োগ করবে।	অশোকের সময়কার প্রাচীন ভারতের জনপদগুলির অবস্থান মানচিত্রে দেখাবে।
গ. মৌর্যদের পতন — কুষাণদের উত্থান, সাতবাহন ও দক্ষিণ ভারত	১	ঐ	মৌর্য পরবর্তী ভারতে একদিকে যেমন কুষাণ এবং সাতবাহন বংশ সম্পর্কে জানতে পারে	এই বংশের রাজাদের শাসন নীতির মূল্যায়ন করা মৌর্য রাজাদের	বিচ্ছিন্নতার বদলে ঐক্যবন্ধের ধারণা ছাত্রের	মানচিত্রে উত্তর পশ্চিম ভারতের জনপদগুলির

উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম শিখন সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
			তেমনই দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারবে।	কার্যকলাপ এবং তার ফলাফলে সাম্রাজ্যের পতন যুক্ত। বিচ্ছিন্নতার ফলে কুষাণদের আগমন। দক্ষিণ ভারতে রাজাদের উত্থান। আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ।	মধ্যে জন্মাবে। প্রয়োগের চেষ্টা করবে।	অবস্থান ছাত্ররা দেখাতে শিখবে।
ঘ. গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান — সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়	১	ঐ	গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান এবং এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ছাত্র জ্ঞান অর্জন করবে। মানচিত্রে গুপ্ত সাম্রাজ্যগুলি নির্দেশ করা।	প্রাচীন ভারত যখন ঐক্যহীনতায় ভুগছে ঠিক তখনই গুপ্ত বংশের উত্থান ভারতীয় ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা তা করতে গিয়ে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ।	রাজাদের কার্যকলাপ এবং কূটনৈতিক নীতির প্রয়োগ কিভাবে হয়েছে ছাত্ররা শিখবে এবং তা প্রয়োগ করবে।	মানচিত্রে গুপ্ত রাজবংশের রাজ্যগুলির অবস্থান সম্পর্কে ছাত্ররা দেখাতে শিখবে।

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

বিষয় — ইতিহাস

শ্রেণি — দশম

মোট পিরিয়ড — ৩২

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির জন্য ঃ ৫ দিন
পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন, সংশোধনী পাঠ ঃ ৫৫ দিন

প্রথম পর্ব ঃ মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত
মোট কর্মদিবস ঃ ৬০ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১ম অধ্যায় উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনার ইউরোপীয় প্রেক্ষিত — ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎস — ব্রিটিশ শিক্ষানীতি — ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব — সমাজ সংস্কার আন্দোলন, জাতীয় চেতনার উন্মেষ, জাতীয়তাবাদের প্রথম অধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।	ক) উনিশ শতকে জাতীয় চেতনার ইউরোপীয় প্রেক্ষিত — উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ — জার্মানি ও ইতালি — জাতি রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ	১		
	খ) ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদ — ইংরেজি শিক্ষার প্রসার — প্রভাব (মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব)	১		
	গ) শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সমাজ সংস্কার — ব্রাহ্ম সমাজ ও ইয়ংবেঙ্গাল আন্দোলন	১		
	ঘ) বোম্বাই ও মাদ্রাজে সংস্কার আন্দোলন — আলিগড় আন্দোলন	১		
	ঙ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন	১		
	চ) শ্বেত জাত্যাভিমান ও জাতীয়তাবাদ — উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ — অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ — সমিতির যুগ	১		
	ছ) মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব — জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা — প্রথম যুগে কংগ্রেসের মূল দাবিসমূহ।			
	মূল্যায়ন ('ক'-'গ')	১		
	সংশোধনী পাঠ	১		
	মূল্যায়ন ('ঘ'-'ছ')	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	১১	
২য় অধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগ — নরমপন্থী-চরমপন্থীর উত্থান, চরম্পন্থীর বিকাশ — বঙ্গভঙ্গ-পটভূমিকা-কার্জনের ভূমিকা - যয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন - স্বদেশি শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগ, সংস্কৃতির নতুন ধারা, সীমাবদ্ধতা, সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের বিভাজন।	ক) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগ — নরমপন্থী কার্যকলাপ চরমপন্থীর উত্থান — চরমপন্থীর বিকাশ	২		
	খ) বঙ্গ-ভঙ্গ — পটভূমি — কার্জনের ভূমিকা — বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন	১		
	গ) সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের বিভাজন — বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা	১		
৩য় অধ্যায় জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, — প্রভাব — জার্মান বিপ্লব, যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রয়াস, যুদ্ধ পরবর্তী ভারতবর্ষ, হোমরুল আন্দোলন, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির উত্থান, সত্যাগ্রহ, রাওলাট সত্যাগ্রহ, গান্ধির গণসংগ্রামের	ক) জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ — ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ — ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর যুদ্ধের প্রভাব	১		
	খ) যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি প্রয়াস — যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ, হোমরুল আন্দোলন	১		
	গ) ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির উত্থান — সত্যাগ্রহ-রাওলাট সত্যাগ্রহ — গান্ধির গণসংগ্রামের ধারণা	১		
	ঘ) খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলন, আন্দোলনের প্রভাব	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
অভিজ্ঞতা, খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলন,— প্রভাব-সাইমন বিরোধী আন্দোলন ও বামপন্থী প্রবণতা, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গান্ধি ও আইন অমান্য আন্দোলন — আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।	ঙ) সাইমনবিরোধী আন্দোলন ও বামপন্থী প্রবণতা, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পরিস্থিতি	১		
	চ) গান্ধি এবং আইন অমান্য আন্দোলন — আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়	১		
	মূল্যায়ন (ক-ঘ)	১		
	সংশোধনী পাঠ	১		
	মূল্যায়ন (ক-গ)	১		
	সংশোধনী পাঠ	১		
	মূল্যায়ন (ঘ-চ)	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	১৬	
৪র্থ অধ্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদের চরিত্র, যুদ্ধ মধ্যবর্তী ইউরোপে উদার নীতিবাদের সঙ্কট, ইতালির ফ্যাসিবাদ, জার্মানিতে নাৎসিবাদ, জার্মানি পররাষ্ট্রনীতি, লিগ-অব-নেশনস্-এর ভাঙন — যুদ্ধের সূচনা।	ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র — ফ্যাসিবাদের চরিত্র — যুদ্ধ-মধ্যবর্তী ইউরোপে উদারনীতিবাদের সঙ্কট — ইতালির ফ্যাসিবাদ	১		
	খ) জার্মানিতে নাৎসিবাদ-নাৎসি ক্ষমতা দখল, জার্মান পররাষ্ট্রনীতি	১		
	গ) লিগ-অব নেশন্‌সের ভাঙন — যুদ্ধের সূচনা	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

বিষয় — ইতিহাস

শ্রেণি — দশম

মোট পিরিয়ড — ২৫

দ্বিতীয় পর্ব ঃ সেপ্টেম্বর মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত
মোট কর্মদিবস ঃ ৪০ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৫ম অধ্যায় (ক) ও (খ) ক) জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ধারা (১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশক) কংগ্রেস ও বামপন্থা — বাম বিকল্পের সন্ধান, দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়া, সংঘাত, সমাজতন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা গঠন, ত্রিপুরীতে বাম-দক্ষিণ সংঘাত, কমিউনিস্ট পার্টি — বিপ্লববাদী আন্দোলন — ১৯৪২-এর বিপ্লব, সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ-বাহিনী — আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিচার খ) সাম্প্রদায়িক রাজনীতি — পাকিস্তান প্রস্তাব, যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষ, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা	ক) কংগ্রেস ও বামপন্থা — বাম বিকল্পের সন্ধান — দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া — সংঘাতের পথে — ত্রিপুরী কংগ্রেস	১		
	খ) কমিউনিস্ট পার্টি — বিপ্লববাদী আন্দোলন	১		
	গ) ১৯৪২-এর স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব	১		
	ঘ) সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ বাহিনী	১		
	ঙ) আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার — রসিদ আলি দিবস — নৌ বিদ্রোহ	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১		
	ক) সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎস — হিন্দু প্রভুত্বে আশংকা — মুসলিম নেতৃত্ব ও ঔপনিবেশিক নীতি — কংগ্রেস-লীগ সহযোগিতা	১		
	খ) দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পৃথক রাষ্ট্রের দাবি — পাকিস্তান প্রস্তাব যুদ্ধকালীন	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	ভারতবর্ষ — স্বাধীনতার পথে			
	গ) ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা — দেশভাগ ও স্বাধীনতা	১	১২	
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১		
৬ষ্ঠ অধ্যায় স্বাধীন ভারতের সংবিধান	ক) পটভূমি — সংবিধান রচনা — ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য	২		
	খ) গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১		
	গ) স্বাধীন ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্থান	১		
৭ম অধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শান্তি ও নিরাপত্তা — রাষ্ট্রসংঘ গঠন — জোট নিরপেক্ষতা	ক) আটলান্টিক চার্টার থেকে রাষ্ট্রসংঘ গঠন	২		
	খ) ঠান্ডা লড়াই — এশিয়া এবং আফ্রিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন	২		
	গ) জোট নিরপেক্ষ নীতি	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	৩	১৩	